CMYK

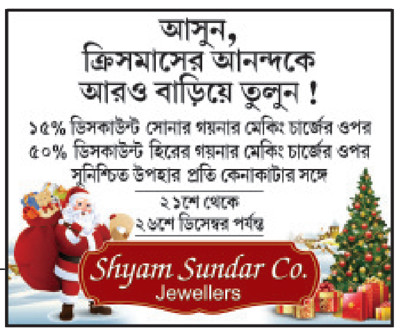

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 December, 2020 ■ আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ৬ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অতীতে ব্যবসায়ী না হলেও উপরতলার নির্দেশে ঋণ দিতে হয়েছে, এনপিএ নিয়ে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.)।। অতীতে ব্যবসায়ী না হলেও উপরতলার নির্দেশে ঋণ দিতে হয়েছে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের এনপিএ-র হার নিয়ে এই সুরেই কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তবে, বর্তমান সরকার সেই পথে কখনও হাঁটবে না, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এজন্য সরকারের পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে ব্যাঙ্কগুলিকে রাজ্যের উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। সোমবার আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নম্বর হল-এ ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেগা ঋণ প্রদান শিবিরের উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে সরকার কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পগুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সরকারের এই অগ্রাধিকারের

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবসে মেগা ঋণদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ করার জন্য স্ব-উদ্যোগীদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করে তাদের স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূর্বে জমির কাগজপত্র না থাকার কারণে বর্গাদার কৃষকগণ ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থাপনার সরলীকরণ করে বর্গাদার কৃষকদের ঋণের সুবিধার আওতায় আনতে মুখ্যমন্ত্রী বর্গাদার এবং ভূমিহীন কৃষক প্রকল্প চালু করেছে ত্রিপুরা সরকার। এই প্রকল্পে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নাবার্ডের সহায়তায় এ পর্যন্ত ৮,৩৫০ জন ভূমিহীন বর্গাদার কৃষকদের ২০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেছে। পাশাপাশি এই প্রকল্পের আওতাধীন সুবিধাভোগীদের ঋণ প্রদানের পাশাপাশি তাদের বিমার আওতায় আনার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আমানত অর্থ এবং ঋণ প্রদানের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা কমিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের এনপিএ রেট ৮.৪৫ শতাংশ। তাঁর কটাক্ষ, অতীতে ব্যবসায়ী না হলেও উপরতলার নির্দেশে ঋণ দিতে হয়েছে। কিন্তু, বর্তমান সরকার সেই পথে কখনও হাঁটবে না। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে আমানত অর্থরাশির পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ প্রদান বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাওমনুতে দুই এনএলএফটি জঙ্গী পুলিশের জালে

আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.)।। ত্রিপুরা পুলিশ নিষিদ্ধ ঘোষিত এনএলএফটি গোষ্ঠীর দুই ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে। আজ সোমবার ত্রিপুরা পুলিশ এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত শুক্রবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে মালিরাই রোয়াজা পাড়ার তিলক ত্রিপুরা ওরফে ত্রিনি মোহন ত্রিপুরা এবং তুইসাকতরের অর্জুন রিয়াং (২১)-কে ধলাই জেলার ছাওমনু মোটর স্ট্যান্ড থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদে দু"জনেই জানিয়েছে, তিলক ত্রিপুরা অর্জুন রিয়াংকে এনএলএফটি (বিএম) গোষ্ঠীতে যোগ দিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তার জন্য সে এনএলএফটি থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

প্রেস বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, অর্জুন রিয়াং এনএলএফটিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং দাহজয় ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের এনএলএফটি ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য তাঁর বাড়ি ছেড়ে দেয়। তারা মানিকপুর থানার অন্তর্গত নৈসারাম রোয়াজা পাড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। অর্জুন রিয়াং ছাওমনুর কাছে পৌঁছলে স্থানীয় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ অর্জুন রিয়াংকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিলক ত্রিপুরাকে সালেমার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে।

দুই সন্দেহভাজনের গ্রেফতার ত্রিপুরায় নিষিদ্ধ এনএলএফটি গোষ্ঠীর তৎপরতা এবং প্রচেষ্টা প্রমাণিত করছে। এই জঙ্গিরা তাদের গতিবিধি বজায় রাখতে এবং দলে যোগদানের জন্য ত্রিপুরায় উন্মুক্ত সীমান্ত ব্যবহার করছে। বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের। এডিসি অঞ্চলে বসবাসরত জনগণ সরকারের প্রয়োজনীয় সমস্ত সুবিধা পাচ্ছে, তবে মানুষ কেন আর্থিক সহায়তার বিনিময়ে নিষিদ্ধ গোষ্ঠীতে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত হচ্ছে?

২৬ তম দিনে পড়ল অন্নদাতাদের আন্দোলন, এবার রিলে অনশন

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.)।। তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আরও বেশি চাপ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন অন্নদাতারা। সোমবার থেকেই রিলে অনশন শুরু করলেন কৃষকরা। প্রতিদিন ১১ জন কৃষক ২৪ ঘন্টার জন্য অনশন করবেন। এই সময়ে কিছু খাবেন না অন্নদাতারা। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন প্রত্যাহারের জন্য দিল্লির বিভিন্ন সীমান্তে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। সিংঘু (দিল্লি-হরিয়ানা বর্ডার) বর্ডারে সোমবার কৃষকদের আন্দোলন ২৬ তম দিনে পড়ল। এদিন সকালে ভারতীয় কিশান ইউনিয়নের (পঞ্জাব) সেক্রেটারি বলবন্ত সিং জানিয়েছেন, "প্রতিদিন ১১ জন কৃষক ২৪ ঘন্টার জন্য অনশন করবেন।"

এর আগে স্বরাজ ইন্ডিয়ার প্রধান যোগন্দ্র যাদব বলেছিলেন, "সোমবার থেকে ২৪ ঘণ্টার রিলে অনশন শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দিল্লি সীমানায় সমস্ত প্রতিবাদস্থলেই শুরু হবে এই অনশন। এক সঙ্গে কমপক্ষে ১১ জন থাকবেন অনশনে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা কৃষকদের আমাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অস্ত্র সংবরণ করে মূলস্রোতে অসমের চার জঙ্গী সংগঠনের ৬৪ জন ক্যাডার

গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.)।। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সংবরণ করে মূলস্রোতে ফিরে এসেছে চারটি জঙ্গি সংগঠনের ৬৪ জন সক্রিয় সশস্ত্র ক্যাডার।

সোমবার শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র চত্বরে আয়োজিত অস্ত্রসংবরণ করে আত্মসমর্পণ করেছে ইউনাইডেট লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম স্বাধীন (আলফা-স্বা)-এর স্বঘোষিত উপ-সেনাধ্যক্ষ মনোজ রাভা ওরফে দৃষ্টি রাজখোয়া, তার পত্নী লীলা ডি মারাক, বিজয় দাস ওরফে মণ্টু শইকিয়া সহ আলফা (স্বা)-এর ১৮ জন সক্রিয় সদস্য, পিপলস ডেমোক্র্যাটিক কাউন্সিল অব কারবি- লাংপি (পিডিসিকে)-র স্বঘোষিত প্রধান সেনাধ্যক্ষ অইন তেরন ওরফে লখন তেরন, ইউনাইটেড পিপলস রিভলিউশনারি ফ্রন্ট (ইউপিআরএফ)-এর স্বঘোষিত সচিব-প্রধান লালমিনথাং গুইতে ওরফে ফ্র্যাংকি ও স্বঘোষিত প্রতিরক্ষা সচিব সিনখামশেম গুইতে ওরফে জভি সহ এই সংগঠনের ৩২ জন সক্রিয় ক্যাডার এবং ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশেন আর্মি (ডিএনএলএ) -র স্বঘোষিত প্রচার সচিব রিপেন্স গারলোসা ওরফে হাদাইচাক সহ ১৩ জন সক্রিয় সদস্য।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসমুক্ত অসম গড়ে রাজ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হিংসার পথ ছেড়ে শান্তির পথ গ্রহণকারী উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে উষ্ণ স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। তিনি বলেন, শান্তি ছাড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে নেশা সামগ্রীসহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। উত্তর জেলার ধর্মনগর শহরে দীর্ঘদিন যাবৎ নেশাজাতীয় কফ সিরাপের বাণিজ্য চলছে বেশ রমরমিয়ে। তবে নেশাজাতীয় বাণিজ্য বন্ধ করতে পুলিশি তৎপরতা খুবই কম লক্ষ করা যাচ্ছে।

মাঝেমধ্যে জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে নেশা অভিযান চললেও পুলিশ প্রায় শীতঘুমেই। স্থানীয় এলাকাবাসীদের খবরের ভিত্তিতে আজ উত্তরের জেলাশাসকের অফিস কার্যালয় সংলগ্ন এলাকার একটি গলিপথ থেকে ২২৮ বোতল নেশাজাতীয় এস্কাফ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গঙ্গানগরে অপহৃত তিন শ্রমিকের হদিশ নেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন পুলিশের এডিজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। দুই সপ্তাহ পরও হদিশ নেই ধলাই জেলার গঙ্গানগর সীমান্ত থেকে অপহৃত ৩ শ্রমিকের। এদিকে, সোমবার পুলিশের আইন শৃঙ্খলা বিভাগের এডিজি রাজীব সিং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

এডিজি সফর কালে সাথে নিয়ে যান ধলাই জেলার পুলিশ সুপার, বিএসএফ'র ১৪৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের আধিকারিক, আমবাসার এসডিপিও সহ অন্যান্য আধিকারিকদের। অপরহণের ঘটনাটি ঘটেছিল গত ৭ ডিসেম্বর সকাল ৯টা নাগাদ ইন্দো-বাংলা গঙ্গানগর সীমান্তের ২২৭৭ এবং ২২৭৮ পিলারের মধ্যবর্তি এলাকায়। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ফিরে আমবাসায় পিডব্লিউডি ডাকবাংলোতে নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিকদের সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হন। এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এই অপহরণের ঘটনার সঙ্গে এনএলএফটি (উৎপল) গোষ্ঠীর জঙ্গিরা জড়িত রয়েছে।

তরুণ প্রজন্মকে বিতর্কের জন্য উৎসাহিত করার উপর প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.)।। মানবতাবাদের উপরেই আমাদের সকলকে ভরসা রাখতে হবে। মানবতাই হল আমাদের মূল পাথেয়। সোমবার সকালে ভারত-জাপান সম্বাদ সম্মেলনে মানবতার উপরেই জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, আগামী প্রজন্মের জন্য বিশ্বকে তৈরি করে রেখে যেতে হবে আমাদেরই। এদিন সকালে ভারত-জাপান সম্বাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "বর্তমান সময়ে ক্রিয়াকলাপ ভবিষ্যতে আলোচনাকে রূপ দেবে। এই দশক সেই সমস্ত সমাজের, যে সমাজ শেখার এবং উদ্ভাবনের জন্য অবদান রাখবে।" প্রধানমন্ত্রী বলেন,

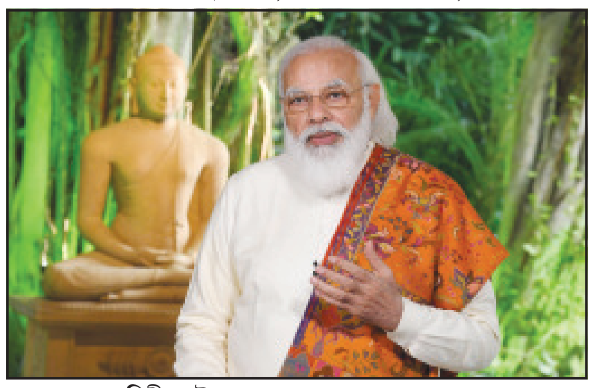

সোমবার নয়াদিল্লীতে ইন্দো-জাপান সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নের জন্য আমাদের একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।

মোদী বলেন, অতীতে দেখা গিয়েছে মানবিকতা ও সহযোগিতার পরিবর্তে দ্বন্দ্বের পথ অবলম্বন করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ থেকে শুরু করে বিশ্বযুদ্ধ ছিল তারই পরিণতি।অস্ত্রের দৌড় থেকে শুরু করে মহাকাশ দৌড় সবকিছুতেই যুদ্ধের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এই পথ পরিহার করে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মানবাতাবাদের উপরেই আমাদের সকলকে ভরসা রাখতে হবে। আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে সহবস্থান করে চলতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য বিশ্বকে তৈরি করে রেখে যেতে হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। আর সেই কারণেই তরুণ প্রজন্মকে আলোচনা ও বিতর্কের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মাণে কৃষকদের সাথে বঞ্চনার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। দ্বিতীয় জাতীয় সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের কৃষকদের উপর বঞ্চনা চলছে। কুর্তি, কৈলাশহর, কমলপুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া হয়ে এই জাতীয় সড়ক নির্মাণ হবে। জমির মূল্য যেখানে কুড়ি থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা।

সেই জায়গায় সরকারি ভাবে ধার্য করা টাকার পরিমান তিন লক্ষ টাকা। বাড়ি সমেত উচ্ছেদ হবে প্রায় পনেরো থেকে কুড়িটি পরিবার। নোটিশ করার আগেই মাইকিং করে গাছ ও বাড়ি সরিয়ে নেবার ঘোষণা করা হয়। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। কৃষক পরিবারগুলি সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এল এ জজ ও ট্রাইবুনালের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইংল্যান্ডের সঙ্গে বিমান পরিষেবা সাময়িক বন্ধ করার আর্জি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.)।। ইংল্যান্ড থেকে আসা যাত্রীবাহী বিমানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার আবেদন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের কাছে করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের সচিব রাজেশ ভূষণ নিজের লেখা চিঠিতে আর্জি জানিয়েছেন যে অস্থায়ীভাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে আসা সমস্ত ধরনের যাত্রীবাহী বিমানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। ২২ ডিসেম্বর মধ্যরাত থেকে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইংল্যান্ড থেকে আসা বিমানের যাত্রীদের আর টি - পিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া যাবে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্ত বাসে থাকতে হবে। যাদের শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলবে না তাদেরকেও সাত দিনের জন্য চিকিৎসকদের নিরীক্ষণে বাড়িতে একান্তবাসে থাকতে হবে। দ্রুততার সঙ্গে পরীক্ষার রিপোর্ট যাত্রীদের হাতে তুলে দিতে হবে। চিঠিতে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতে করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। নতুন করে আক্রান্তের হার নিম্নমুখী। কিন্তু ইংল্যান্ডে করোনা যে জিন পরিবর্তন করেছে তাতে করে সেখানে সুপার স্প্রেডার হয়ে উঠেছে এই রোগটি। করোনা এই পরিবর্তিত রূপ যাত্রীদের শরীরের মাধ্যমে ছড়িয়ে না পড়তে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমানে আগুন অল্পেতে রক্ষা স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। মোহনপুরের হাসপাতাল চৌমুহনীতে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারের সোমবার আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং তারা আগুন আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আশায় স্থানীয় এলাকার বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

জানা গেছে যে স্থানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তার পাশেই মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। দ্রুত আগুন আয়ত্তে আনা সম্ভব না হলে বিদ্যালয়ের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। দমকল বাহিনীর জওয়ানদের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন তারা।ট্রান্সফরমারের শর্ট-সার্কিট হয় এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ডিসেম্বর।। সোমবার আনুমানিক রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন সমতল আমতলী টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় ত্রিং মেলা দেখে ফেরার পথে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে সুমন দাস (৩২)নামে এক যুবক।

তার বাড়ি আগরতলা গান্ধীগ্রাম এলাকায়। টিআর ০১ ওয়াই ৬৬৭৪ নম্বরের বাইটিকে কোন একটি গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।প্রত্যক্ষদর্শীরা বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের খবর দিলে কর্মীরা ছুটে এসে আহত সুমনকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ রতন দেব্বর্মা আহত সুমনের অবস্থা বেগতিক দেখে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়।

পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন ১০৩২৩ আন্দোলন কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। আন্দোলনরত শিক্ষকদের বাড়ি ঘরে গিয়ে একাংশের দুর্বৃত্ত হুমকি প্রদর্শন করছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে চাকুরিচ্যুত আন্দোলনকারী পরিবারের লোকজনরা।

এ ধরনের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে চাকরিচ্যুত আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর কার্যালয়ে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে।ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদানকালে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের কাছে তারা দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য।কতিপয় দুর্বৃত্ত তাদের বাড়িঘরে গিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেলাঘরে এক রাতে তিন দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। মেলাঘর থানা এলাকার কামরাঙ্গাতলী বাজারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। একই রাতে পরপর তিনটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে চোরেরা তিনটি দোকান এর দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে প্রচুর জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

একই রাতে তিনটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘিরে বাজারের ব্যবসায়ী সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এব্যাপারে সোমবার সকালে মেলাঘর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেলাঘর থানার পুলিশ।তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খয়েরপুর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে রাজপথে সিপিএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। রবিবার খয়েরপুরের সন্ত্রাসের ঘটনায় তিব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার আগরতলা শহরে এক মিছিল সংগঠিত করল সি পি আই এম। এদিন মিছিলে নেতৃত্বে ছিলেন দলের পশ্চিম জেলার সম্পাদক পবিত্র কর।

তিনি জানান, এই ধরনের কাপুরুষত্ব আক্রমণ করে বিজেপি সি পি এমকে আটকাতে পারবে না। একশো গাড়ি নিয়ে ঘোরেও মুখ্যমন্ত্রী সুখ পাবেন না। কাবণ রাজ্যে এই জোট সরকার একটি প্রতিশ্রুতিও পালন করেনি। যুবকদের কর্ম সংস্থান নেই। তাই এই সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে আরও শক্তিশালী হয়ে লড়াই করতে হবে। প্রয়োজনে ইতিহাস

থেকে সাক্ষী নেওয়ার আহবান জানালেন শ্রীকর। রাজ্যে পূর্বে সাংবাদিকদের উপর এই ধরনের হামলা হুজুতি ছিল না।

যে দিন মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমকে হুমকি দিয়েছেন তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ২০ জনের উপর সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৭৪ ▫ ২২ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ▫ ৬ পৌষ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মুক্ত পৃথিবী

পরিবেশ দূষণ নিয়া দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়িতেছে।পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারকে যেমন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষকেও পরিবেশ সচেতনতা সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে পরিবেশ দূষণের হাত হইতে রক্ষা করা কোনভাবেই সম্ভব হইবে না।পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করিতে হইবে।এই ভয়ঙ্কর বিপদের কথা মাথায় রাখিয়া আমাদেরকে সামনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।সঠিক পথ অনুসরণ না করিলে শুধু নিজেদেরই বিপদ ঘনিয়ে আসিবে না ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিপদের মুখে পড়িবে।সমস্যাসংকুল পদ হইতে উত্তরণের জন্য এখন হইতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে পরিস্থিতি জটিল জটিল আকার ধারণ করিবে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে,দীর্ঘ লকডাউন প্রমাণ করিয়াছিল, যানবাহন চলাচলে রাশ টানিলে পরিবেশ কতটা নির্মল হইতে পারে। কিন্তু ইহা যে স্থায়ী সমাধান নহে, লকডাউন উঠিলেই দূষণ পুনরায় জাল বিস্তার করিবে, এমন আশঙ্কাও যুগপৎ শুনা যাইতেছিল বিশেষজ্ঞদের মুখে। সেই আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশ ফের কলুষিত। দূষণের পরিমাণও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার।

দূষণ কমাইবার এবং পণ্যবাহী যানগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সদর্থক পদক্ষেপ করিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা করে নাই। কেন করে নাই, তাহার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নাই।

সমস্ত অটোকে সিএনজি-তে পরিণত করা, পরিবেশবান্ধব জ্বালানির উপর জোর, দূষণ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির উপর নজরদারি-সহ একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরী। দূষণ নিয়ন্ত্রণের ছাড়পত্র দর্শাইতে না পারিলে তেল মিলিবে না এমন নীতি গ্রহণ করিবার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ভাসমান ধূলিকণা এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বিপজ্জনক মাত্রা পার করিয়াছে।কিন্তু বায়ুদূষণের বিপদ লইয়া কি সরকার আদৌ চিন্তিত? প্রতি বৎসর কালীপূজা ও ছটের সময় বাজি পুড়াইবার উপর পরিবেশ আদালতের নিষেধাজ্ঞাকে যে ভাবে অগ্রাহ্য করা হয়, এবং সরকার ও প্রশাসন সেই নিয়মভঙ্গকে যে অসীম প্রশ্রয় দিয়া থাকে, তাহাতে সরকারি সদিচ্ছা লইয়া সন্দেহ হয়। করোনাকালে বায়ুদূষণের বিপদ লইয়াও গোড়ার দিকে সরকার যথেষ্ট কড়া হয় নাই। পণ্যবাহী যানের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। নজরদারিতে বিস্তর ফাঁক। পুরাতন ও দূষণ সৃষ্টিকারী যান অবাধে চলাচল করিতেছে। ফলত, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কার্বন মনোক্সাইড ও সিসা-মিশ্রিত ধোঁয়া গলাধঃকরণ করিতেছেন শহরবাসী। একদা পরিবেশ আদালত বলিয়াছিল, পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ জীবন যাপন সকলের সাংবিধানিক অধিকার। সেই অধিকার কি আদৌ মিলিবে উত্তর ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে একদিকে যেমন সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি করিতে হইবে ঠিক তেমনি সরকারকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়া আইনি পথে অগ্রসর হইতে হইবে।পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে জটিল রোগে আক্রান্ত হইয়া মানুষের অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিবে। প্রতিটি মানুষ নিজের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া থাকেন। এই দীর্ঘায়ু কামনা সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ হইল পরিবেশ দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস। একমাত্র সচেতন নাগরিকরা এই প্রয়াসকে সফল করিতে পারিবেন। সমাজের অন্যান্য অংশকে সচেতন করিবার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হইবে। সার্বিক পরিবেশ দূষণের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে।এই ধরনের প্রয়াসই একমাত্র ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্ত আলো ,মুক্ত বাতাস, মুক্ত পৃথিবী উপহার দিতে পারে। সুতরাং সচেতন নাগরিকদের এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে হইবে।

দুর্গাপুর এমএএমসির পুনরুজীব্বনের পরিদর্শনে কনসোটিয়াম, আশার আলো শিল্পশহরে

দুর্গাপুর,২১ ডিসেম্বর(হি.স.): দশ বছর আগে আদালতে নিলামে কিনেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে খরচের বহর। কবে শুরু হবে কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া। কবে ফিরে পাবে শ্রমিকরা কাজ। এখনও ধোঁয়াশা দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত মাইনিং এন্ড এলোয়েড মেশিনারি কর্পোরেশন (এমএএমসি) কারখানার পুনরুজ্জীবন। সোমবার কারখানার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন করলেন নিলামে নেওয়া কনসোটিয়াম। ধোঁয়াশা কাটার আশায় শ্রমিক মহল।

উল্লেখ্য ৬র দশকে তৈরী হওয়া দুর্গাপুরের এমএএমসি কারখানায় মুলত খনিতে ব্যাবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরী হত। স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে শ্রমিক ছিল প্রায় ৬হাজার। ১৯৯২ সালে কারখানাটি রুগন শিল্পের আওতায় চলে যায়। ওই সময় বহু শ্রমিককে সেচ্ছাবসরে বসিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ২০০২ সালের ৩ জানুয়ারী কাররখানাটি সম্পুর্ন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বহু শ্রমিক বেকার হয়ে যায়। শিল্পনগরীর বুকে কালো মেঘ নেমে আসে। পরবর্তীকালে ২০০৭ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত কোল ইন্ডিয়া, ভারত আর্থ মুভার্স (বিইএমএল) ও ডিভিসি যৌথ কনসোটিয়াম কারখানাটি অধিগ্রহনের জন্য কলকাতা উচ্চ আদালতের দারস্ত হয়। এবং কারখানার মেশিনারী সার্ভে করে। তাতে দেখা যায় কারখানার সমস্ত মেশিনপত্র ঠিক রয়েছে এবং পরে ২০ বছর পর্যন্ত কারখানায় উৎপাদন করা যাবে। সেই ভিত্তিতে হাইকোর্টে কারখানায় উৎপাদিত যন্ত্রপাতি ওই তিন সংস্থা নিজেরাই কিনবে বলে জানায়। পরে ২০১০ সালের ১১ জুন রাষ্ট্রায়ত্ত বিইএমএল, ডিভিসি ও কোল ইন্ডিয়ার যৌথ অংশীদারী কনসোটিয়াম ১০০ কোটি টাকার বিনিময়ে নিলামে কিনে নেয়। কনসোটিয়ামে ডিভিসির ২৬ শতাংশ, কোল ইন্ডিয়ার ২৬ শতাংশ ও বিইএমএলের ৪৮ শতাংশ অংশীদারি রয়েছে। অংশীদারি বেশী থাকায় কারখানার তদারকির দায়িত্ব বিইএমএলের ওপর রয়েছে। দ্রুত পুনরুজ্জিবনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে ১৯৩ একর কারখানার জমির ছাড়পত্র নেয় কনসোটিয়াম। এপর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক চললেও কারখানার উৎপাদন ও শ্রমিক নিয়োগ এককথায় কারখানা চালু করা বিশ বাঁও জলে। অথচ কারখানায় নিরাপত্তা সহ সামগ্রীক প্রতি মাসে ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। গত দশ" বছরে কড়াই গন্ডাই গুনতে হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে। অথচ কারখানা থেকে কোন আয় হয়নি। আর প্রশ্ন এখানেই। খরচের বহর বাড়লেও কেন উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হল না? তাহলে কি অন্য কোন ষড়যন্ত্র রয়েছে? তাহলে কি কারখানার মুল্যবান যন্ত্রাংশ স্ক্যার্প করে বিক্রি করবে? প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। আর তাই বিরোধীরা কেন্দ্রে গত ছ" বছর ক্ষমতায় থাকা বিজেপিকে দুষছে।

ইনটাক অনুমোদিত হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়ানের সাধারন সম্পাদক অসীম চট্টোপাধ্যায় জানান,' ওই তিন সংস্থার কনসোটিয়মে আদালতে নিলামে নেওয়ার সময় ৬ মাসের মধ্যে উৎপাদন শুরু করব বলে ছিল। একই কারন দেখিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে জমির ছাড়পত্র নিয়েছে। দশ" বছর পরও কারখানা চালুর না করায় কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে সরকারের। প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সাংসদকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি।'

সোমবার কারখানা পরিদর্শনে আসেন কনসোটিয়ামের প্রতিনিধি দল। এদিন কারখানার সমস্ত ইউনিট কি অবস্থায় রয়েছে। তা পরিদর্শন করেন। যদিও এবিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চায়নি কনসোটিয়ামের বিইএমএল, ডিভিসি ও কোল ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা।

ইনটাক অনুমোদিত হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়ানের সাধারন সম্পাদক অসীম চট্টোপাধ্যায় জানান,' কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীন ও স্থানীয় সাংসদের হস্তক্ষেপের অর্জি জানিয়েছিলাম। আজ পরিদর্শনে এসেছিলেন। গোটা বিষয়টি নির্ভর করছে কোল ইন্ডিয়ার ওপর। খনিতে ব্যাবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরী হয় কারখানাটিতে। এখন কোলইন্ডিয়া যদি বরাত দেয়, তাহলে হয়তো পুনরায় উৎপাদন শুরু হবে বলে আশাবাদী।'

অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দেশের অর্থনীতি

সুতীর্থ চক্রবর্তী

> রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনকিম পার্টনারশিপ তথা 'আরসেপ'-এ অংশ নেওয়ার জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করার বিষয়টি স্থগিত রেখেছে ভারত। কারণ ভারতের আশঙ্কা, 'আরসেপ'-এ অংশ নিলে চিনা পণ্য আরও অবাধে ভারতের বাজার দখল করবে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারতীয় শিল্পও পরিষেবা। কিন্তু মন্দা অর্থনীতির এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ভারতকে যদি ৭-৮ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধি অর্জন করতে হয় এবং রফতানি বাড়াতে হয়, তাহলে মুক্ত বাণিজ্য নীতিকে দু'হাত তুলে সমর্থন করতে হবে।

লকডাউনের পর বর্তমান অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে আর্থিক সংকোচন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে, তা সরকারিভাবে আগামী শুক্রবারই জানা যাবে। এখন পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমে যা খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশে আর্থিক সংকোচন ৯.৫ শতাংশ হতে পারে। প্রথম ত্রৈমাসিকে তথা এপ্রিল থেকে জুনে অর্থনীতির সংকোচন ঘটেছিল ২৩.৯ শতাংশ। এপ্রিল, মে, জুন মাস ধরে লকডাউন চলেছিল। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরেও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। অক্টোবরে উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ার পর অর্থনীতি কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায়েছে। ফলে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে যে আর্থিক সংকোচন ঘটবে, তা নিয়ে সংশয় নেই। পরপর দু'টি ত্রৈমাসিকে আর্থিক সংকোচন ঘটলে মন্দা বলা হয়। সেই মন্দার মুখে সরকারিভাবেই আমরা দাঁড়িয়ে।

অক্টোবরে উৎসব মরশুম শুরু হওয়ার পর অর্থনীতি কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলা হলেও, অর্থনীতিবিদরা এখনই খুব একটা আশার আলো দেখছেন না। সম্প্রতি অক্সেফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল অর্থনীতিবিদ ভবিষ্যদ্বণী, করেছেন, ২০২০ থেকে '২৫ পর্যন্ত ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির গড় হার দাঁড়াবে ৪.৫ শতাংশ। এই অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা, বর্তমান অর্থবর্ষ কথা ২০২০-'২১ সালে ভারতীয় অর্থনীতির সংকোচন হবে প্রায় ১০ শতাংশ। মন্দা কাটাতে আর্থিক বৃদ্ধির হার অন্ততপক্ষে ৭-৮ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন। যদি আগামী ৫ বছরে আর্থিক বৃদ্ধির গড় হার গিয়ে ৪.৫ শতাংশে দাঁড়ায়, তাহলে এই বিশাল আর্থিক মন্দা থেকে বেরিয়ে আসার কোনও লক্ষণই দেখা যাবে না। এটা বিশেষভাবে উদ্বেগের।

কোভিড অতিমারী এবং লকডাউনের জেরে আমরা অর্থনীতির এক ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করছি। বেকারত্ব এক চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। দেশে নতুন লগ্নি নেই। লকডাউন পর্বে অসংখ্য কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দেশের কর্মীবাহিনীর ৪৫ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষিতে আয় যৎসামান্য। শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে আয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হলেও কর্মসংস্থান ক্রমশ কমছে। লকডাউনের আগে থেকেই অর্থনীতিতে একটা ঝিমুনি ভাব ছিল। লকডাউন যে তাকে অনেক তীব্র করেছে, তা নিয়ে সংশয় নেই। লকডাউনের যে অসংখ্য মানুষ কাজ হারিয়েছে, সে অসংখ্য মানুষের আয় কমে গিয়েছে, তার প্রভাব সরাসরি এসে বাজারে পড়েছে। লকডাউনের আগে বাজারে যে চাবিদার অভাব ছিল, লকডাউন পরবর্তী পরিস্থিতিতে তা অনেকটাই তীব্র হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দফায় দফায় আত্মনির্ভর অভিযান প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শেষ দফায় প্যাকেজ ঘোষণার সময় তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্র দফায় দফায় মোট ৩০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ দিচ্ছে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য। এই ৩০ লক্ষ কোটি টাকা হল ভারতের জাতীয় আয়ের ১২ শতাংশ । কিন্তু অর্থনীতিবিদদের বড় অংশই কেন্দ্রের এই প্যাকেজের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। প্রথমত, তাঁদের বক্তব্য প্যাকেজে যে পরিমাণ আর্থিক ঘোষণা রয়েছে, তার সিংহভাগ ব্যাঙ্কের নগদ জোগানের সমশ্যা মেটাতে ব্যয় হয়েছে। সরাসরি মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোনও অর্থ নেই। অক্সফোর্ডের একদল অর্থনীতিবিদ অতিসম্প্রতি ভারতের অর্থনীতি নিয়ে যে পূর্বাভাস দিয়েছেন, তাতেও তাঁর মন্তব্য করেছেন, লকডাউন পরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের প্যাকেজ অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। এমন কিছু প্যাকেজের প্রয়োজন ছিল , যা সরাসরি মানুষের হাতে টাকা পৌঁছে দেবে। মানুষ হাতে টাকা পেলে তবেই বাজারে গিয়ে চাহিদা তৈরি করতে পারত। যার সুফল অর্থনীতির এসে লাগত। প্যাকেজের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে বেশ কিছু আর্থিক সংস্কারের পদক্ষেপও করেছে। সেই পদক্ষেপগুলি আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতখানি সহায়ক, সেই বিতর্কও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে জারি রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সময়কালে যে আর্থিক সংস্কার করেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কৃষিক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের সংশোধন এবং শ্রম আইনের ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন। এই দুই সংস্কার অর্থনীতিতে কতটা গতিদান করবে, তা এখনও দেখার সময় আসেনি। তবে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের উর্ধ্বে যেটির কথা বলা জরুরি, তা হল এই লকডাউনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর আত্মনির্ভর অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূটির মূলে রয়েছে আমদানি, বিকল্প নীতি কথা ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন। যদিও অর্থনীতিবিদদের একটি অংশ এই ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশনের নীতিতে ভয় করে আর্থিক বৃদ্ধির উচ্চহারে ভরসা পাচ্ছে না।

সাম্প্রতিককালে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির সবচেয়ে উজ্জ্বল ছবি ইউপিএ জমানায়। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের দশ বছরে গড়ে আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে। ৭.৭ শতাংশ হারে। তার আগে অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানায় এটা ছিল ৫.৯ শতাংশ। তার ও আগে নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বের পাঁচ বছরে গড় আর্থিক বৃদ্ধি ছিল ৫.১ শতাংশ। মোদির প্রথম পাঁচ বছরে আর্থিখ বৃদ্ধি ৬.৮ শতাংশ। ২০২৪ সালের পর এই গড় কোথায় দাঁড়াবে, তা খুবই অস্পষ্ট। কিন্তু আর্থিক বৃদ্ধিকে ৭-৮ শতাংশে পৌঁছতে হলে ইমপোর্ট সামস্টিটিউশন কতটা কার্যকর, সেই প্রশ্ন অর্থনীতিবিদদের মহলে ঘুরছে। ২০০২-'১০ ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির স্বর্ণযুগে রফতানি বৃদ্ধির হার থেকেছে ১৮ শতাংশ। ফলে রফতানি বাড়িয়ে আর্থিক বৃদ্ধির ঘটনোর পক্ষে সওয়াল জোরদার হচ্ছে। রফতানি বাড়াতে জরুরি হল ইমপোর্ট সাবিস্টিটিউশন নীতি থেকে সরে দাঁড়ানো। আমদানির উপর চড়া হারে শুল্ক চাপানোর নীতি থেকে সরে দাঁড়ানো। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

রামায়ণ, মহাভারত পপুলার কালচারের অংশ নেয় ?

সুমন ভট্টাচার্য

অনির্বাণ ভট্টাচার্যর বিয়েতে 'টুম্পা' গানের সঙ্গে সৃজিত মুখোপাধ্যায় নেচেছেন। আর, সেই ভিডিও 'ভাইরাল' হয়েছে বলে যদি কেউ দুঃখ পেয়ে থাকেন, সংস্কৃতি রসাতলে যাচ্ছে বলে হা-হুতাশে ব্যস্ত হয়ে পড়েন— তাহলে তিনি সংস্কৃতি এবং পপুলার কালচারের নির্মাণ নিয়ে হয়তো সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ইউটিউব থেকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বা 'ওটিটি' প্ল্যাটফর্ম শুধু পপুলার কালচারের সংজ্ঞাকে নতুনভাবে নিরূপণ করছে না, ঠিক এবং ভুলের রেখাকেও গুলিয়ে দিচ্ছে।

যেমন 'নেটফ্লিক্স' -এ এই অক্টোবরে মুক্তি পাওয়া সিরিজ 'বারবারিয়ানস, যা দু'হাজার বছর আগে টিউটোবার্গ অরণ্যের যুদ্ধে জার্মান আদিবাসীদের কাছে রোমান সাম্রজ্যের পরাজয়ের গল্প, তা তো আসলে জার্মান জাতীয়তাবাদের ধারণাকে পুষ্ট করে। কিন্তু আশচর্যের কথা, এতদিন যে যুদ্ধ এবং রণাঙ্গনে জার্মান নায়ক আর্মিনিয়াস ছিলেন অতি দক্ষিণপন্থীদের আইকন, তিনিই কিন্তু আজকের বার্লিনে ফিরে এসেছেন ইতিহাসের ক্ষণজন্মা সেনাপতি রূপে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এই নির্মাণকে শুধু বাহবা দেয়নি, ইউরোপ এবং আমেরিকা এই বারবারিয়ানস নিয়ে রীতিমতো আলোড়িত। জার্মান তথা ইউরোপ যদি ভয়ানক নাৎসি দুঃস্বপ্ন ভুলে বারবারিয়ানস সিরিজ গোগ্রাসে গিলতে পারে, 'নেটফ্লিক্স' যদি সেই সিরিজের 'সিজন টু'-র জন্য অনুমোদন দিয়ে দেয়, অন্যদিকে তুরস্কের সিরিজ এর্তুগ্রুল নিয়ে যদি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আপ্লুত হয়, ইসলামাবাদ থেকে খোদ সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান টুইট করে এই সিরিজের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তাহলে আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত দেখানো হলেই এত গেল গেল রব ওঠে কেন? এর নেপথ্যে হিন্দুত্ববাদী ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে চিৎকার শুরু হয়ে যায় কেন। এটা কি রামায়ণ এবং মহাভারতের জনপ্রিয়তা বুঝতে ব্যর্থতা, না কি ভারতীয়ত্বর নির্মাণ চিনতে অপারগতা? হোয়াটসঅ্যাপ নামক যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আজকাল প্রায় প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত শর্ট এবং মিডটার্ম কোর্স করি, সেখানে মাঝেমধ্যে কিছু ভাল শিক্ষক মণিমুক্তো রেখে যান। রামায়ণ এবং মহাভারত নিয়ে বিতর্ক উঠলেই হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাহি মাসুম রেজা-কে নিয়ে একটি লেখা ঘুরতে থাকে। দূরদর্শনে বি আর চোপড়ার 'মহাভারত' -এর চিত্রনাট্য রাহি মাসুম রেজা লিখেছিলেন এবং সেজন্য তাঁকে কত কটাক্ষ সহ্য করতে হয়েছিল, সেটাই লেখার মূল উপজীব্য। কিন্তু যেটা বলা হয় না, 'মহাভারত' -এর চিত্রনাট্য লেখার অনেক আগে রেজা ১৯৭৯ সালে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছিলেন 'ম্যায় তুলসী তেরে অঙ্গন কি'-র সংলাপ লেখার জন্য। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যেটাকে 'ভারতীয়ত্ব' বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলেছিলেন, যদি সেটার মর্ম কেউ উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে রাহি মাসুম রেজা কেন ম্যায় তুলসী তেরি অঙ্গন কি বা মহাভারত প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বুঝতে অসুবিধা হবে না।

বর্তমান সরকারের কট্টর সমালোচত বলে পরিচিত অনুভব সিন্হা যখন তাপসী পান্নুকে নিয়ে মুল্ক তৈরি করেন এবং বেনারসকে গল্পের পটভূমি হিসাবে দেখান, তখন সেখানে কিন্তু সেই সিনেমার প্রধান মুসলিম চরিত্র সকালে চায়ের আড্ডায় তাঁর হিন্দু প্রতিবেশীদের জয় সিয়ারাম বেলই সম্বোধন শুরু করেন, আর প্রত্যুত্তর আসে সালাম আলেকুম। আসাদউদ্দিন ওয়াইসি যতই অসন্তুষ্ট হোন, সিনেমায় বেনারস প্রবাসী ধর্মপ্রাণ মুসলিম কিন্তু সকাল সকাল জয় সিয়ারাম বলতে দ্বিধা করেন না।

ঠিক যেভাবে বারবারিয়ানস এর নির্মাতারা বারবার সমস্ত সাক্ষাৎকারে বা দ্য ইউ ইয়র্ক টাইমস কে দেওয়া দীর্ঘ প্রতিবেদনে মনে করিয়ে দিয়েছেন, আর্মিনিয়াসকে কেন তাঁরা বেছেছেন এই সিরিজের শীর্ষনায়ক রূপে। বা জার্মান ইতিহাসের কোন সন্ধিক্ষণের উপর তাঁর জোর দিয়েছেন। টিউটোবার্গের যুদ্ধ যে রোম সাম্রাজ্যের জন্য বড় ধাক্কা ছিল, সেটাকে তো ঐতিহাসিকভাবে প্রত্যেকে স্বীকার করেন। দু'হাজার বছর আগের এই যুদ্ধ যে জাতি হিসাবে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল, তা-ও অনস্বীকার্য।

রামায়ণ এবং মহাভারত সিরিয়াল হিসাবে দেখানো বোক কিংবা আমাদের পপুলার ডিসকোর্সে আসুক, যেভাবে সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করা হয়, তাতে আসলে একটা পরিবর্তন অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটা এক ধরনের বামপন্থী উন্নাসিকতা, ভারতীয়ত্বকে না বোঝার চেষ্টা। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের ইউরোপে যে অর্থ হয়, এশিয়ায় যে তা বদলে যেতে পারে, সেটা খেয়াল থাকে না। সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা যে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংজ্ঞায়িত করে, মহাত্মা গান্ধীও যে সেটাই বলতে চেয়েছিলেন---তা আমরা ভুলে যাই। বামপন্থী ন্যারেটিভের এই সমস্যা বোঝার জন্য মধ্য এশিয়ার একটি দেশের উদাহরণ দিতে পারি। কিরঘিজস্তানের জাতীয় হিরো বা আইকন হচ্ছে মানস। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার এই যোদ্ধার সঙ্গে কিরঘিজ-রা নিজেদের আতিমক বন্ধন খুঁজে পায়, নিজেদের আইডেন্টিটি-র প্রতিষ্ঠা খুঁজে পায়। মুসলিম সংখ্যাগুরু সেদেশে তাই মান্সকে নিয়ে মহাকাব্য রচিত হয়েছে। সে মহাকাব্য ওদেশে রামায়ণপ্রতিম। কিন্তু কিরঘিজস্তান যখন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ ছিল, বিশেষ করে স্ট্যালিনের আমলে---মান্স নিয়ে মহাকাব্য উপেক্ষিত হত। কিন্তু কিরঘিজরাও ছাড়ার পাত্র নয়। রাজধানী বিশ্ককে শহরে মান্সের মূর্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে অনড় ছিল। অবশেষে সোভিয়েত যুগের শেষদিকে ১৯৮৫ সালে, বিশ্কেক শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে মান্সের ঘোড়সওয়ার মূর্তি বসে। বছর তিনকে আগে আমি যখন কিরঘিজস্তান যাই, তখন অবশ্য বিশ্কেকের বিমানবন্দরই মান্স-নামাঙ্কিত।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

শান্তিনিকেতনের ডায়েরি

খায়রুল আনাম

কলকাতায় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের যে গেস্ট হাউস রয়েছে তার ভাড়ার টাকার কার কাছে থাকবে, এই নিয়ে কর্মীসভা ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়েছে। বিশ্বভারতীয় পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বভারতী কর্মীসভার অ্যাকাউন্টে জমা পড়া টাকা যেহেতু বিশ্বভারতীর , তাই ওই টাকা বিশ্বভারতীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অপরদিকে কর্মীসভা বলছে, এই টাকা কর্মীসভার কাছেই ওই টাকা থাকবে। এই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্বভারতীর সঙ্গে কর্মীসভার কোন ও চুক্তি থাকলে, তা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ দেখাক।

জানা যায় কলকাতায় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের একটি গেস্টা হাউস রয়েছে। বিশ্বভারতীর কর্মী অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা কোনও প্রয়োজনে গেলে ওই গেস্ট হাউসে থাকেন। গেস্ট হাউসে যে তিনটি ঘর আছে তার প্রতিটিতে পাঁচটি করে শয্যা রয়েছে। এক একটি শয্যার জন্য প্রতি রাতের ভাড়া হিসেবে ৫০ টাকা করে দিতে হয়। নিমাইসাধন বসু বিশ্বভারতীর উপাচার্য থাকার সময়ে তিনি ওই গেস্ট হাউসের পরিচালন ভার কর্মীসভার হাতে তুলে দেন। ঠিক হয় যে, এ বাবদ জমা টাকা কর্মীসভার অ্যাকাউন্টে যাবে। বর্তমানে গেস্ট হাউসের ভাড়া এবং কর্মীদের দেওয়া চাঁদা বাবদ পাওয়া প্রায় ৯ লক্ষ টাকা কর্মীসভার অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে। মাস দুয়েক আগে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ গেস্ট হাউস পরিচালনার দায়িত্ব কর্মীসভার হাতে থেকে নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নে। তার পরই গেস্ট হাউস বাবদ কত টাকা জমা রয়েছে তা কর্মীসভার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়। কর্মীসভার পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত অডিট রিপোর্ট জমা দিয়ে দেওয়া হয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে। কর্মীসভার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কর্মীসভা জন্মলগ্ন থেকে গেস্ট হাউসের দায়িত্বে রয়েছে। এই টাকা ফেরত নিতে হলে কর্মীসভার সংবিধান অনুসারে প্রথমে কর্মীসভার কাউন্সিলে যেতে হবে। সেখানে তা পাশ করিয়ে এগিককিউটিভ কাউন্সিলে পাশ করাতে হবে। শেষে জেনারেল বডির মিটিং করিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পাশ করাতে হবে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যেভাবে ওই টাকা ফেরত চেয়েছে তা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ চাইতে পারে না বলে কর্মীসভার পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে কর্মীসভা আইনের সাহায্যও নিতে পারে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই কর্মীসভার সঙ্গে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে, এবার এই বিষয়টি তার সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করা হচ্ছে।

বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারডাঙা আদিবাসী পাড়ায় ২২ ঘর আদিবাসী বসবাস। এদের কারও বাড়িতে শৌচাগার না থাকায় তারা সকলেই মুক্ত শৌচকর্মে অভ্যস্ত ছিলেন। যা নির্মল জেলা হিসেবে ঘোষিত বীরভূম জেলার পক্ষে ছিল অত্যন্ত বেমানান। এজন্য কিছুদিন আগেই ওই আদিবাসী পাড়ার ২২টি পরিবারের জন্য ২২টি শৌচাগার তৈরি করে দেওয়া হয় একটি ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে। কিন্তু ওই শৌচাগারগুলির পরিসর এতটাই ছোট যে তার মধ্যে বসে শৌচকর্ম করা যায় না। শৌচাগার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জলের যেমন ব্যবস্থা নেই তেমনি নেই সঠিক মাপের দরজা। এর ফলে ওই ২২টি শৌচাগারের একটিও পাড়ার মানুষজনেরা। যার ফলে তাঁরা আগের মতোই মুক্ত শৌচতম৩ সারেন নির্মল ঘোষিত জেলায়। এই বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানানো হযেছে। রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতও বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত রয়েছে। তবুও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

রামপুরহাটের বনহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের হালদশা গ্রামে

ছয়ের পাতায়

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় সিপিএম সদর কার্যালয়ে স্টেলিন এক জন্ম দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে বিডিওদের প্রতি আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের

গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : গ্রাম-সমাজে সর্বক্ষেত্রে পারদর্শী ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে হবে খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-দের। ব্লকের অধীনস্থ গ্রামাঞ্চলের সমল ব্যক্তিদের সঙ্গে বিডিওদের নিয়মিত মতবিনিময় করতে হবে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে বরাদ্দ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কীভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কে ব্লক এলাকার সমল ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে মতামত নিতে হবে যাতে অঞ্চলের জনসাধারণ আধিকারিকদের চিরদিন মনে রাখেন। এক কথায় গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে বিডিওদের আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। সোমবার গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মিলনায়তনে আয়োজিত রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর কর্তৃক রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের ওপর পর্যালোচনা এবং ক্ষেত্রীয় স্তর উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবর্ষের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে ব্লক অফিসারদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে সকল আধিকারিককে আজ পুরস্কৃত করে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁরা যেন প্রতিযোগিতামুখি বাতাবরণে আরও বেশি করে উৎকর্ষিত মনোভাবে কাজ করার উৎসাহ এবং উদ্দীপনা লাভ করেন। আজ যে সকল বিডিও এই পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়বে। যে কোনও প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিডিওদের প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ করতে বিডিওদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।সর্বানন্দ বলেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে যদি সুবিধাভোগীরা সঠিকভাবে উপকৃত হন, তা-হলে তাঁদের মনে গভীর প্রত্যয়ের সূচনা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন ছাড়া দেশ শক্তিশালী হতে পারবে না, তাই গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই অঞ্চলকে ভারতের বিকাশের নতুন ইঞ্জিন বলে অভিহিত করেছেন। তাই আমাদেরও আমাদের শক্তি ও সামর্থের অনুধাবন করে এগিয়ে যেতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বলে আমাদের সম্ভাবনাগুলোকে বিকশিত করে গ্রামাঞ্চলের দৃশ্যপট বদলে ফেলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, কৃষিখণ্ডে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে এখান বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী কৃষির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তাই কৃষি সমাজে পরিপূর্ণ গ্রামাঞ্চলকে এগিয়ে নিতে বিডিওদের অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। ব্লক এলাকায় বিদ্যমান মেধাবী ছাত্রছাত্রী, উদ্যমী যুবক, উদীয়মান যুবতী প্রমুখদের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে তাঁদের অধ্যয়ন করে গ্রামীণ রূপান্তরের প্রতি বিশেষ পদক্ষেপ নিতেও বিডিওদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নবকুমার দলে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের কমিশনার হেমেন দাস। অন্যদের সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের প্রধানসচিব ডা. জেবি এক্কা, কমিশনার-সচিব সহ বিভাগীয় উচ্চপদস্থ আধিকারিকবর্গ।

পুলিশ কনস্টেবল হত্যা : গৌহাটি হাইকোর্টে দেবোলালের স্থগিতাদেশ-আর্জি খারিজ, ছয়মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ

গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম পুলিশের কনস্টেবল হাবিবুর হত্যা মামলা আগামী ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হাফলঙে মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত (সিজেএম)-কে নির্দেশ দিয়েছে গৌহাটি হাইকোর্ট। এদিকে এই মামলার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে অভিযুক্ত দেবোলাল গারলোসা গৌহাটি হাইকোর্টে যে আবেদন করেছিলেন তা আজ সোমবার খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি রুমি কুমারী ফুকনের ডিভিশন বেঞ্চ। উল্লেখ্য ২০০৮ সালে দিয়ুংমুখ থানার অন্তর্গত আরদা গ্রামে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের তৎকালীন ইএম ভদ্রমণি লাংথাসার দেহরক্ষী তথা অসম পুলিশের কনস্টেবল হাবিবুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করে তার হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে দিয়ুংমুখ থানায় ডিএইচডি (জে) জঙ্গি সংগঠনের তদানীন্তন উপ-মুখ্য সেনাধ্যক্ষ তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বর্তমান সিইএম দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এর পর ডিমা হাসাও পুলিশ এই হত্যা মামলার চার্জশিট দাখিল করেছিল হাফলং সিজেএম কোর্টে। তার পর এই মামলার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে দেবোলাল গারলোসা গৌহাটি হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন।

সোমবার এই স্থগিতাদেশের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি রুমি কুমারী ফুকনের ডিভিশন বেঞ্চ। হাবিবুর রহমান হত্যা মামলার সিআরএল/পিইটি ১১৮১/২০১৮ নম্বর মামলার রায়দান করে আগামী ছয় মাসের মধ্যে ডিমা হাসাও পুলিশ আদালতে দাখিলকৃত চার্জশিটের ভিত্তিতে এই হত্যা মামলার নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি রুমি কুমারী ফুকনের ডিভিশন বেঞ্চ।

গৌহাটি হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার সামনে সমস্যা আরও কিছুটা বেড়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ গৌহাটি হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে অসম পুলিশের কনস্টেবল হাবিবুর হত্যা মামলার নিষ্পত্তি এবং রায়দান আগামী ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে হাফলং সিজেএম আদালতে। এতে চূড়ান্ত রায় কী হয় তা ভাবিয়ে তুলেছে সংশ্লিষ্টদের।

মতিলাল ভোরার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশের রাজনৈতিক মহল

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.): রাজধানী দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা মতিলাল ভোরা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পর তার শরীরে একাধিক অসুস্থতা দানা বেঁধেছিল। কয়েকদিন আগে সংকটজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে আনা হয়। এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

এক বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি হল। অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশের দুইবারের মুখ্যমন্ত্রী মতিলাল ভোরা পরবর্তী সময়ে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালের দায়িত্বভার সামলান। এছাড়াও রাজ্যসভায় চারবারের সাংসদ ছিলেন তিনি। লোকসভার সাংসদ ছিলেন একবার। রাজনৈতিক মহলের মতে গান্ধী পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন মতিলাল। ১৯২৭ সালে জন্ম নেওয়া মতিলাল ভোরা। সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে প্রথম কাউন্সিলর হন। ১৯৭২ সালে প্রথমবারের জন্য বিধায়ক পদে নির্বাচিত হন। অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি একাধিক মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন।

তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, মতিলাল ভোরা একজন প্রকৃত কংগ্রেস নেতা ছিলেন। একজন অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তার অনুপস্থিতি অনুভূত হবে। প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতার প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, আশক গেহলোট, শশী থারুর, কপিল সিব্বল, জয়রাম রমেশের মতন ব্যক্তিত্বরা। প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকেও প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দফতরের টুইট বার্তায় জানানো হয়েছে বহু দশকের রাজনৈতিক জীবনে প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মতিলাল ভোরা একজন বরিষ্ঠ তম কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তার শোক প্রকাশ করছি।

মেঘালয়ের রি-ভই জেলায় উমলিং সুবিধা কেন্দ্রের উদ্বোধন উপমুখ্যমন্ত্রীর

শিলং, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম থেকে মেঘালয়ে যাতায়াতে ঝামেলামুক্ত পরিষেবার লক্ষ্যে সুবিধা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিনসং সোমবার রি-ভই জেলার উমলিং সুবিধা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। সাথে প্রি-রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার, রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার, কোভিড-১৯ পরীক্ষা কেন্দ্র, প্রবেশ কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেছেন তিনি।

প্রেস্টন টিনসং জানিয়েছেন, এই সুবিধা কেন্দ্র স্থাপনে মোট ২.৭০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এখন রাজ্যের বাসিন্দারা কোনও সমস্যার মুখোমুখি হবেন না। কারণ এটি ঝামেলামুক্ত ব্যবস্থা হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে।

এদিকে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দারা জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলার রাতাছড়া এবং গারো পাহাড়ের বাজেংডোবায়ও সুবিধা কেন্দ্র স্থাপনের আশা করতে পারেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিরনিহাট থেকে প্রবেশ চেক পয়েন্টটি এই সুবিধায় স্থানান্তরিত হবে।

একটি বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, মেঘালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে করোনা মুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে মেঘালয়ের বাসিন্দারা করোনা-র নমুনা পরীক্ষা করিয়ে প্রয়োজনে গৃহে একান্তবাসে থাকার ছাড়পত্র পাবেন। কিন্তু, পর্যটকদের ক্ষেত্রে করোনা-র রিপোর্ট দেখে জেলা আধিকারিকের ছাড়পত্র মিললে তবেই প্রবেশ করতে পারবেন।

সোমবার আগরতলায় কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহার নেতৃত্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

টানা ৯ মাস পর পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে মেঘালয়

শিলং, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : দীর্ঘ নয় মাস পর সোমবার পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে মেঘালয়ের প্রবেশদ্বার। কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন পর্যটকদের জন্য পাহাড়ি রাজ্য মেঘালয়ের সকল প্রবেশপথ বন্ধ রাখা হয়েছিল। আজ রাজ্যের মন্ত্রী এইচ ডহলিং সহ অন্য বেশ কয়েকজন সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে রি-ভই জেলার প্রবেশপথ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিনসঙের হাত দিয়ে পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে।

আজকের এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার থাকার কথা ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ সংক্রমিত হওয়ায় তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে টুইটারের মাধ্যমে পর্যটকদের তিনি মেঘালয়ে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'পর্যটনের জন্য আজ থেকে মেঘালয় ফের খুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বহু পর্যটক ইতিমধ্যে প্রবেশস্থানে ভিড় করেছেন।'

উল্লেখ্য, মেঘালয় ভ্রমণে আসতে আগ্রহী সব পর্যটককে মেঘালয় টুরিস্ট অ্যাপে বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশন করে ই-ইনভাইট গ্রহণ করতে হবে। গুগল প্ল্যা-স্টোর এবং

ছয়ের পাতায়

টাকা নিয়ে যারা চাকরি দেয়নি তাদের পাড়াছাড়া করানোর হুমকি দিলীপ ঘোষের

আসানসোল, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : টাকা নিয়ে যারা চাকরি দিতে পারেনি, তাদের জামার কলার ধরে পাড়াছাড়া করানোর হুমকি দিল দিলীপ ঘোষ।

সোমবার আসানসোলের জনসভায় তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার প্রক্রিয়া হাইকোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। কারণ, বেআইনিভাবে হয়েছে। কোনও নিয়ম মানা হয়নি। ১০-১২ লক্ষ করে মাথাপিছু নিয়ে তালিকায় নাম তুলেছে। ১৪ হাজার পরীক্ষার্থী মামলা করেছে। এই যে এত ছেলেমেয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, চাকরি হল না। কে ফেরৎ দেবে? আমি বলি, টাকা নিয়ে যারা চাকরি দিতে পারেনি, তাদের জামার কলার ধরে বলো টাকা দাও। নয়তো এলাকায় থাকতে দেব না। বাড়ি ছাড়া করে দেব।

দিলীপবাবু বলেন, "দেশ ভাগের পর ২৪ শতাংশ রাজস্ব কেন্দ্রকে দিত এই রাজ্য। আর আজ? সিপিএম কমাতে কমাতে ১৫ শতাংশে নিয়ে এসেছিল। দিদিমনি ৭ শতাংশে নামিয়ে দিয়েছে। এরা বাংলাকে পিছন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা বাংলায় আসতেন তাঁরা আজ আসেননা। তাঁরা আজ দিল্লি, গুরুগ্রাম, কর্নাটক, মহারাষ্ট্রে চলে যাচ্ছেন। আমাদের ছেলেরাও কাজ না পেয়ে ওই সব জায়গায় চলে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ শ্মশান হয়ে যাচ্ছে। যেটুকু ছিল তাও সিন্ডিকেটরাজ, কাটমানির জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমন কোনও কাজ নেই যাতে সিন্ডিকেটরাজ বা কাটমানি নেই। স্কুলে, কলেজে ভর্তি করতে গেলে, শিক্ষিকা হতে গেলে কাটমানি দিতে হবে।

আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন নরেন্দ্র সিং তোমর

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, কৃষিতে স্নাতকদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের জ্ঞান এবং মেধা ও সমস্ত শক্তি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা। এমনটা করলে উপকৃত হবে কৃষকরা। এভাবেই কৃষিতে স্নাতকরা দেশের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারবে। কেন্দ্রের নতুন কৃষি আইন যে কৃষকদের পক্ষে ভালো তার দিকে আলোকপাত করে কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন কৃষি আইন সবদিক দিক দিয়েই কৃষিবান্ধব। এই আইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে

গরুদের দুরবস্থা নিয়ে যোগী আদিত্যনাথ কে চিঠি প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.): উত্তরপ্রদেশের গরুদের বেহাল দশা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। চিঠিতে প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন যে সম্প্রতি রাজ্যের ললিতপুরে " গো মাতার " দুরবস্থা দেখে তিনি স্তম্ভিত। ললিতপুরে নিহত গরুর ছবি দেখে প্রিয়াঙ্কা মনে করছে যে দীর্ঘদিন ধরে এই গরুরা অপুষ্টিতে ভুগ ছিল। সেই জন্যই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা নিজের চিঠিতে প্রিয়াঙ্কা দাবি করেছেন এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এর আগেও একাধিকবার উত্তরপ্রদেশের গরুদের দুরবস্থা প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। বহুবার এ বিষয়ে আলোচনা হলেও গরুদের উন্নয়নকল্পে কোন রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর দায়িত্বভারকে নেবে সেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিটি বুধবার টুইট করেন প্রিয়াঙ্কা। চিঠিতে কংগ্রেস নেত্রী আরও দাবি করেছেন ক্ষমতায় আসার পর যোগী আদিত্যনাথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে গরুদের রক্ষা করার জন্য গৌশালা তৈরি করা হবে। কিন্তু বাস্তবটা হল সরকারের সেই উদ্যোগ পরিপূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রিয়াঙ্কা দাবি করেছেন গরুকে রক্ষা করা মানে কোন নির্দিষ্ট পশুকে রক্ষা করা নয়। এটা আদতে অসহায় এবং দুর্বল প্রাণীকে সহায়তা করা। ছত্রিশগড়ের কংগ্রেস সরকার গরু রক্ষা করার ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা অনুসরণ করা উচিত উত্তরপ্রদেশ সরকার এর।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত গোলাঘাটের কয়েকটি গুদাম

গোলাঘাট (অসম), ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গোলাঘাটে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কাপড় সহ কয়েকটি গুদাম ভস্ম হয়ে গেছে।

রবিবার রাত প্রায় ১০.৩০ মিনিট নাগাদ গোলাঘাট শহরে পুরনো জেলা কারাগার রোডে পুরসভার অধীনস্থ সবজি বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে। বাজারের দোতলায় একটি কাপেড়ের গুদামে আগুনের সূত্রপাত বলে জানা গেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাজারে বিদ্যমান কয়েকটি গুদাম জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডে বহু লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে বাজারে আগুন লাগার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনটি ইঞ্জিন নিয়ে ছুটে আসে দমকলবাহিনী। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় লাগোয়া মাছ বাজার, চক বাজার সহ গোটা এলাকা আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে কী করে গুদামে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা এখনও জানাতে পারেনি পুলিশ বা অগ্নিনির্বাপক দফতর।

প্রতিটি জেলায় দুর্নীতি দমন আদালত গঠনের দাবিতে সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.): দুর্নীতি দমন রোধে দেশের প্রতিটি জেলায় বিশেষ আদালত গড়ে তোলার দাবিতে সুপ্রিমকোর্টের কাছে পিটিশন দায়ের। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট যাতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা দেয় সেই আর্জি পিটিশনে করা হয়েছে। বেনামী সম্পত্তি কেনাবেচা, আর্থিক জালিয়াতি, আয়ের তুলনায় অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তির মতন অভিযোগের মামলা পর্যবেক্ষণ করবে এই বিশেষ আদালত।

শীর্ষ আদালতে পিটিশন দায়েরকারী আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় জানিয়েছেন, চলতি বছরে দুর্নীতির ওপর নজরদারি চালানো আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল নিজেদের রিপোর্ট করাপশন পার্সপশন ইন্ডেক্স স্বচ্ছতার নিরিখে ভারতকে ৮০ তম স্থানে রেখেছে। তাদের রিপোর্টে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের ব্যর্থতা উঠে এসেছে। সেই ক্ষেত্রগুলি হল দুর্নীতি দমন, মৌলিক অধিকার, স্বচ্ছ প্রশাসনিক ভাবমূর্তি, পাবলিক অর্ডার, নিরাপত্তা, অপরাধ অভিযোগের বিচার ব্যবস্থা। পিটিশনকারীর তরফ থেকে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে দুর্নীতি দমনে প্রতিটা জেলায় বিশেষ বিশেষ আদালত গড়ে তুলতে কেন্দ্রর, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা দেওয়া হোক। জেলার মধ্যে থাকা এই বিশেষ আদালত কালো টাকা, বেনামী সম্পত্তি কেনাবেচা, আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি, ঘুষ, আর্থিক কেলেঙ্কারি, কর ফাঁকি, কালোবাজারি, মানব পাচার, মাদক পাচার, কর্পোরেট জালিয়াতি, বৈদেশিক মুদ্রা জালিয়াতি এবং অন্যান্য আর্থিক জালিয়াতির মামলার বিচার করবে।

দুর্নীতি দমন আইন সঠিক ভাবে কার্যকর না হওয়ার কারণে ও বকেয়া মামলা পড়ে থাকার জন্য দেশের প্রতিটা জেলায় ভূমি মাফিয়া, মাদক মদ মাফিয়া, খনি মাফিয়া, হাওয়ালা মাফিয়া, অবৈধ পাচারকারী মাফিয়াদের রাজ বেড়ে গিয়েছে। এমনকি দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতে মাফিয়া রাজ ঢুকে গিয়েছে। পিটিশনকারির তরফ থেকে জানানো হয়েছে দুর্নীতি থাকার কারণে সামাজিক আর্থিক বৈষম্য, ব্যক্তির স্বাধীনতা, ঐক্য এবং জাতীয় সংহতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে।

সোমবার আগরতলায় রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মাস্তানি চরিত্রে নিজেকে খুঁজে পান দীপিকা

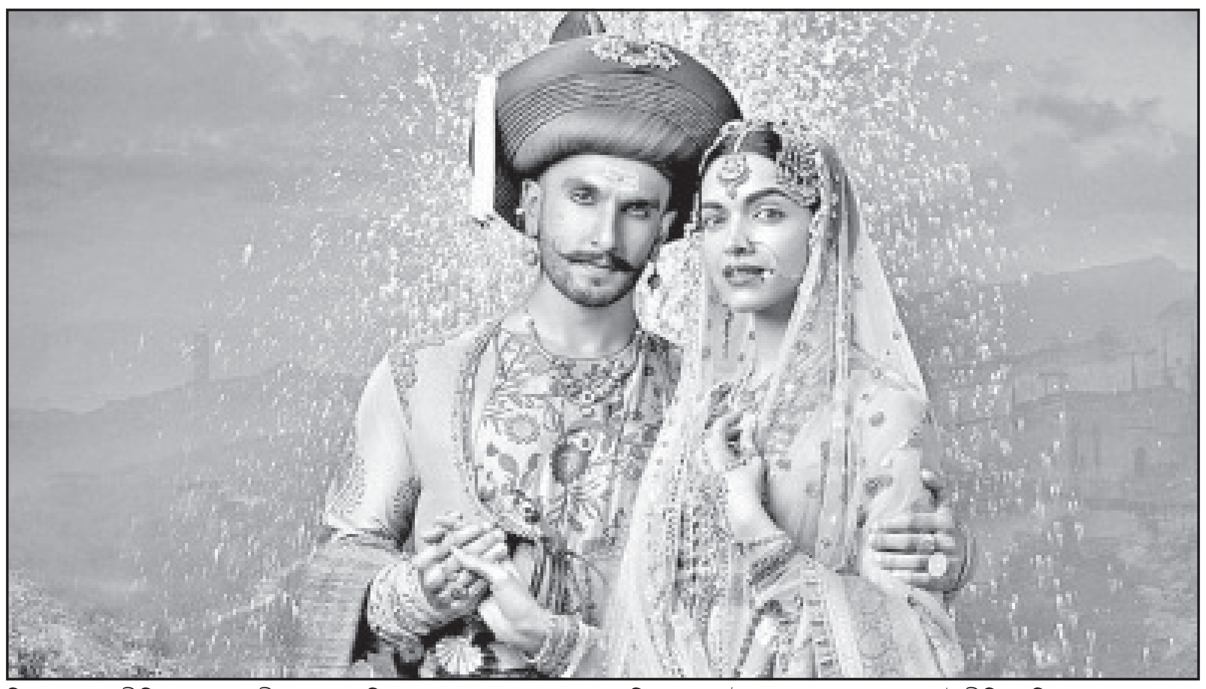

বিয়ের আগে দীপিকা আর রণবীরের প্রেম ছিল ছয় বছরের। তবে তা চলছিল চুপিসারে। আর এটি সম্ভব হয়েছে পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালির বদৌলতে। ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত টানা তিনটি সিনেমা করেছেন দীপিকা আর রণবীর। ছবির সেটেই চলেছে চুটিয়ে প্রেম। সব কটি ছবিই বানসালির। রামলীলা, বাজিরাও মাস্তানি আর পদ্মাবততিনটি ছবিই দুর্দান্ত হিট। শুধু তা—ই নয়, রণবীর আর দীপিকা নিজেদের বুঝে নিতে, জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এই তিন ছবি।

২০১৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত এবং দীপিকা ও রণবীর অভিনীত বাজিরাও মাস্তানি। গতকাল এই সিনেমার পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের নাম বদলে ফেলেছেন দীপিকা। ইনস্টাগ্রাম আর টুইটারে নিজের নামের বদলে এখন দেখা যাচ্ছে 'মাস্তানি'। নিজেকে তিনি মাস্তানি চরিত্রের মতোই মনে করেন। এক পোস্টে দীপিকা লিখেছেন, 'সে হোক ভালোবাসা, অথবা যুদ্ধ! মাস্তানি যা চেয়েছে, তাই—ই করেছে। চলার পথ যত কঠিনই হোক না কেন, মাস্তানি নিজের ভাগ্য নিজের হাতে লিখেছে। কখনো আপস করেনি। কারও সামনে মাথা নত করেনি। নিজের মর্যাদা নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে হেঁটেছে। তার জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো ভালোবাসায় আর সবকিছুই ম্লান হয়ে গেছে। ধ্বংসস্তূপের ছাইয়ের মধ্যে মাস্তানি আর তার ভালোবাসা মিলিত হয়েছে।'

মাস্তানির মাধ্যমে দীপিকা যেন নিজের জীবনের উত্থান—পতন, উঠে দাঁড়িয়ে পথচলা আর জয়ী হওয়াকেই নির্দেশ করলেন। মাদক কেলেঙ্কারির খাতা থেকে এখনো নাম মুছে যায়নি তাঁর। তবে হার মানেননি দীপিকা। এর মধ্যে ভারতের গোয়ায় শকুন বাত্রার নাম ঠিক না হওয়া ছবির শুটিং শেষ করে এসেছেন। শিগগিরই শুরু হবে শাহরুখের সঙ্গে পাঠান ছবির কাজ। মুক্তির অপেক্ষায় আছে এইটি থ্রি।

ঘ্রাণ নেই করোনায় আক্রান্ত আবিরের

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন টলিউড অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়। গত রোববার সন্ধ্যায় নিজের আক্রান্ত হওয়ার খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তিনি। নিয়ম মেনে সতর্কতার সঙ্গে শুটিংয়ে অংশ নিয়েও কীভাবে আক্রান্ত হলেন, সেটা ভেবেই বিস্মিত এ অভিনেতা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবির লিখেছেন, 'অবাক করা ব্যাপার হলো, সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি। ভালোই আছি, শুধু গন্ধের অনুভূতি পুরোপুরি উধাও হয়ে গেছে।' আপাতত বাড়িতে আইসোলেশনে আছেন আবির। তাঁর পরিবারের লোকজনও শিগগিরই নমুনা পরীক্ষা করাবেন বলে জানিয়েছেন এ অভিনেতা। আক্রান্ত আবির লিখেছেন, 'সব রকম সুরক্ষা মেনেও কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছি। আবারও প্রমাণিত হলো জীবনে কিছুই নিশ্চিত নয়।'

ভারতের একটি বাংলা চ্যানেলে জনপ্রিয় একটি গানের রিয়েলিটি শো উপস্থাপনা করছিলেন আবির। শুটিংয়ের পাশাপাশি গত বৃহস্পতিবার একটি বিজ্ঞাপনেরও

শুটিংয়ে অংশ নেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ওই শুটিং স্পটে বারবার হাত স্যানিটাইজ করতে দেখা যাচ্ছিল আবিরকে। শট দেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে মুখ থেকে মাস্ক সরিয়েছেন তিনি। এমনকি ব্যক্তিগত সহকারীকে বকুনি দিয়ে সতর্ক থাকতে বলছিলেন তিনি। যখনই চেয়ারে বসছিলেন, জীবাণুনাশক স্প্রে করে নিচ্ছিলেন। কেউ সেলফি তুলতে এলে মাস্ক পরেই তুলছিলেন।

এত সাবধানতার পরও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেলেন না এ অভিনেতা।শুটিংয়ে অনেকেই আবিরের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের সতর্ক করে আবির লিখেছেন, 'কাজের সূত্রে যাঁরা আমার কাছাকাছি এসেছেন, তাঁদের অনুরোধ করব, নিজেদের সুরক্ষার কথা ভেবে করোনা পরীক্ষা করিয়ে নিন।'করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন জানার পর টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকে সবাই তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন। আবিরও তাঁদের আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, 'আপনাদের ভালোবাসা ও প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ।'

ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় থেকে নায়িকা

জাতীয় ব্যাডমিন্টন দলের (অনূর্ধ-১৮) সদস্য ছিলেন অভিনেত্রী রাজ রিপা। খুলনা বিভাগে চ্যাম্পিয়নও হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যাডমিন্টনকে বিদায় জানিয়ে ক্যারিয়ার গড়েছেন চলচ্চিত্রে। 'দহন' সিনেমায় একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এবার একটি ছবির নামভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে।

ইফতেখার চৌধুরী পরিচালিত 'মুক্তি' ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করবেন রাজ রিপা। ২৪ ডিসেম্বর থেকে নোয়াখালীতে ছবিটির শুটিং শুরু হবে। পরিচালক জানান, পুরো ছবিটির সংলাপ লেখা হয়েছে নোয়াখালীর আঞ্চলিক রীতিতে। তাই এই রীতি শিখতে হচ্ছে তাঁকে। রাজ রিপার নানাবাড়ি নোয়াখালীতে, তাই শিখতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে নানাবাড়িতে গিয়েছিলাম। টানা ১৫ দিন নোয়াখালীর রীতি অনুশীলন করেছি। ভালোই বলতে পারছি।'

রাজ রিপা জানান, ছবির চরিত্রের প্রস্তুতির জন্য মার্শাল আর্টেও প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তিনি। শিখেছেন মোটরসাইকেল ও সাইকেল চালানো। এই করোনাকালেই খুলনাতে বাবার কাছে গিয়েছিলেন মোটরসাইকেল শিখতে। সেখানে জুস্ট নামের এক প্রশিক্ষকের কাছে বাইক চালানো শিখেছেন। ছবিতে রিপার বিপরীতে অভিনয় করবেন ৯ অভিনেতা। এই ৯ নায়ক হলেন আনিসুর রহমান মিলন, রাশেদ মামুন অপু, আমান রেজা, আদর আজাদ, আরজু, সাইফ খান, খিজির হায়াত খান, আরিফিন জিলানি ও ক্রিস্টিয়ানো তন্ময়।

হেরেছে ভারত, দোষ আনুশকার

ভারতীয় ক্রিকেট তারকার স্ত্রী হওয়া সহজ কথা নয়। অন্তত ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক বিরাট কোহলির স্ত্রী বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মার দিকে তাকালে তা—ই মনে হয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোনো বিপর্যয় হলে ভক্তরা দোষ চাপিয়ে দেন সোজা আনুশকার ওপর।

ভারতীয় ক্রিকেটের নানা বিপর্যয় কিংবা খোদ বিরাট কোহলির খারাপ পারফরম্যান্স হলেই আনুশকা অনলাইনে ট্রলড হতেন নিয়মিত। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতে টেস্টে লজ্জাজনক স্কোরের পর আবারও একবার ভক্তদের দুয়োধ্বনি শুনলেন আনুশকা। ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি চেয়েছিলেন জয়ের স্বাদ নিয়ে সন্তানের মুখ দেখবেন। কিন্তু সে আশার গুড়ে বালি। মাত্র ৩৬ রানে লজ্জাজনকভাবে অলআউট হয়েছে ভারত। আর কোহলির নেতৃত্বে এই পরাজয়ের দায় ভারতের ক্রিকেট সমর্থকেরা চাপিয়েছেন আনুশকার ঘাড়েই। এ নিয়ে আনুশকা উঠে এসেছেন টুইটারের ট্রেন্ডিংয়ে।

শুধু ভক্তরা নয়, সুযোগ পেলেই কোহলিকে দুকথা শুনিয়ে দিচ্ছেন কপিল দেব, সুনীল গাভাস্কারের মতো সাবেক তারকা ক্রিকেটাররাও। করোনা মহামারির দিনে আনুশকা বাড়ির সামনে বল করেছেন আর কোহলি করেছেন ব্যাটিং।

এ রকম একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল অনলাইনে। কয়েক দিন আগে সুনীল গাভাস্কার বিরাটের ব্যাটিংয়ে বিরক্ত হয়ে সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, 'লকডাউনে কোহলি কেবল আনুশকার বলে নেট প্যাকটিস করেছেন।'

ব্যাস, এ নিয়ে শুরু হয়ে গেল টুইটযুদ্ধ।

দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন আনুশকাও। বিয়ের পর থেকেই আনুশকাকে কেবল কোহলির বাজে পারফর্মেন্সই নয়, বরং ভারতীয় দলের হারের জন্য প্রতিবার কটু কথা শুনতে হয়েছে। এমনকি পোড়ানো হয়েছে আনুশকার কুশপুত্তলিকাও।

এদিকে সন্তান জন্ম দেওয়ার শেষ মুহূর্তে বিরাট স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে চান। তাই পরের টেস্টগুলো খেলবেন না।

তিনি ভারতে ফিরে আসবেন। এমনকি অনাগত সন্তানের জন্য অস্ট্রেলিয়া থেকে কেনাকাটাও করেছেন বিরাট। এসব ব্যাপারও উঠে আসছে লজ্জাজনক স্কোরের কারণ হিসেবে। আর এই সবকিছুর মধ্যে যেভাবেই হোক দৃশ্যপটে আনা হচ্ছে বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মাকে।

তবে আনুশকার পক্ষেও আছেন কেউ কেউ। এই যেমন বলিউড অভিনেত্রী জেনেলিয়া ডি সুজা লিখেছেন, 'মাঠে কোহলি একা খেলতে নেমেছে। এখানে পরিবার টানার কী মানে?'২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে বিরুশকা পরিবারে আসছে নতুন মুখ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মাস্ক চায়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ: সোফি

২০১৯ সালের মে মাসে বিয়ে করেছিলেন গেম অব থ্রোনসখ্যাত তারকা সোফি টার্নার এবং সংগীততারকা জো জোনাস। ২০২০ সালের জুলাই মাসে করোনা মহামারির মধ্যে জন্ম নেয় এই জুটির প্রথম সন্তান উইলা জোনাস। এবার এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ২৪ বছর বয়সী সোফি জানান, সন্তান জন্ম দেওয়ার সময়ও তাঁর মুখে মাস্ক ছিল। ১ কোটি ৫২ লাখ ভক্তকে উদ্দেশ্য করে 'ইনস্টাগ্রাম পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সমেন্ট'—এর পক্ষ থেকে তিনি বলেন, 'আমি যখন সন্তান জন্ম দিচ্ছি, সেই মুহূর্তেও আমার মুখে মাস্ক ছিল। তাহলে আপনি কেন শপিংয়ে গিয়ে মাস্ক পরতে পারবেন না?'এই বক্তব্য সোফি হঠাৎ করে দেননি। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) পক্ষ থেকে সবাইকে জনপরিসরে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়।এরপর থেকে একপক্ষ এই নির্দেশের বিরোধিতা করে আসছিল। তাদের বক্তব্য, এই আইন ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। মাস্ক পরা কিংবা না পরা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আর সেই স্বাধীনতা নাগরিকের আছে। এর সমালোচনা করে সোফি একটু কড়া ভাষায় আরও বলেন, 'অন্যের জীবন ঝুঁকিতে ফেলার কোনো অধিকার আপনার নেই। আর আপনি যদি মনে করেন, আপনার এবং অন্যের জীবন থেকে আপনার স্বাধীনতা বড়, তাহলে আমি আপনার সঙ্গে তর্কে যাব না। আপনি বোকা আর মূর্খ। আর আমি এই মানুষদের সঙ্গে তর্কে যাই না।'

সোফি এর আগেও ইনস্টাগ্রাম লাইভে এসে মাস্ক পরার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'মুখ, নাক আর চোখের ভেতর দিয়ে করোনার জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। তাই আপনি মাস্ক পড়ুন। বিশ্বাস করুন, এই মুহূর্তে মাস্ক চায়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।' নানা সময়ে প্রাণী নিয়ে ভালোবাসার উদাহরণ দিয়েছেন সনু। একবার তাঁর ছেলে

ক্রিকেট খেলতে গিয়ে একটি পায়রাকে আঘাত করে। সনু পরে পায়রাটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন।

সোমবার পুলিশ সদর কার্যালয়ে ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে নতুন করোনা সংক্রমিত ৬৩ জন, মোট সংখ্যা বেড়ে ২,১৫,৪০৯

গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত। তবে সংক্রমণের হার যথেষ্ট কমেছে। রাজ্যে ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ১৫ হাজার অতিক্রম করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ৬৩ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২৪ জন কামরূপ মহানগ জেলার বাসিন্দা। এছাড়া এই সময়কালে ৬৪ জন করোনা-আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ায় বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে তাঁদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যে গতকাল রবিবার রাত পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০১৭। গতকাল মধ্যরাতে টুইট করে এ তথ্য দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্বশর্মা।
মন্ত্রী জানান, অসমে রবিবার ১০,১৪৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এর মধ্যে নতুন ৬৩ জনকে করোনা আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষার তুলনায় গতকাল সক্রিয় আক্রান্তের হার ছিল ০.৬২ শতাংশ। এর আগের দিন এই হার ০.৪৮ শতাংশ ছিল। নতুন ৬৩ জনকে নিয়ে অসমে মোট করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ২,১৫,৪০৯ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে সক্রিয় কোভিড পজিটিভ রোগী ৩,৫২০ জন। তাঁদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।
অন্যদিকে এখন পর্যন্ত চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন মোট ২,১০,৮৬৯ জন। আরোগ্যের হার ৯৭.৮৯ শতাংশের পাশাপাশি সক্রিয় রোগী ১.৬৩ শতাংশ। এছাড়া মৃত্যুর হার ০.৪৭ শতাংশ।
গতকাল রাত পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের নাম প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মৃত্যুবরণ করেছেন গোলাঘাট জেলার ঘনকান্ত দত্ত (৬৬), কাছাড়ের অনাদিকুমার রায় (৮২) ও উষা দত্ত (৭৪), শোণিতপুর জেলার শরদিন্দু রায়চৌধুরী (৭৪) এবং নগাঁওয়ের মহন্মদ আলি (৬২)। নিহতদের প্রতি গভীর শোক ব্যক্ত করে তাঁদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

করোনা পরিস্থিতিতে পরিকাঠামো গড়া নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারগুলির প্রশংসায় আনন্দ শর্মা

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.): করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি নিজেদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলে যে পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মা।
সোমবার আনন্দ শর্মা জানিয়েছেন, ভারত নিজের পরিকাঠামো বৃদ্ধি করেছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার সমন্বয় বজায় রেখে এই কাজ করেছে। এর জন্য আমি উভয়কে অভিনন্দন জানাই। সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে দেশ ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। জিডিপির পতনের জন্য চলতি বছরের প্রথম কোয়ার্টার বিপর্যস্ত হয়েছে। যদিও দ্বিতীয় কোয়ার্টার থেকে অনেকটাই উন্নতি করেছে। বাকি থাকা দুটি কোয়ার্টারে আরও উন্নতি করবে দেশ।
দেশের করোনা পরিস্থিতি সংক্রান্ত রিপোর্ট এদিন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর হাতে তুলে দেন আনন্দ শর্মা। রিপোর্টে তিনি জানিয়েছেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে লকডাউন বলবৎ করেছে তা প্রশংসনীয়। বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা আশা প্রকাশ করেছেন যে প্রতিষেধক দুর্মূল্য হবে না। তা সহজলভ্য হবে। এবং সকলেই সেই প্রতিষেধক পাবে। দেশজুড়ে কৃষক আন্দোলনের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন। সরকারের উচিত কৃষকদের দাবিগুলো মেনে নেওয়া।

উজান অসমের লিডুতে বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে চা মজদুর সংঘের অবস্থান ধর্মঘট

লিডু (অসম), ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত মার্ঘেরিটা মহকুমার অধীন লিডু চা বাগানের শ্রমিকরা তাঁদের নানা সমস্যা সমাধানের দাবির ভিত্তিতে অবস্থান ধর্মঘটে বসেছেন।
সোমবার সকালে অবস্থান ধর্মঘটস্থল লিডু চা বাগানে মূল প্রবেশদ্বারের সামনে অসম চা মজদুর সংঘের কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক রূপেশ গোষালা এবং মার্ঘেরিটা শাখা সমিতির সম্পাদক হরিনন্দ গড় বলেন, আজকের ধর্মঘটে অসম চা মজদুর সংঘের মার্ঘেরিটা শাখা এবং লিডু চা বাগান ইউনিট শামিল হয়েছে। চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩৫১ টাকায় বাড়ানোর পাশাপাশি শ্রমিকদের আবাসগৃহগুলি মেরামতি করা, শ্রমিক লাইনে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার আশু সমাধান চেয়ে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ তাঁরা অবস্থান ধর্মঘটে বসেছেন।
হাতে হাতে এই সব দাবি সংবলিত লেখা প্ল্যা-কার্ড নিয়ে সরকার বিরোধী স্লোগান দিয়ে পরিবেশ উত্তাল করে তুলেন ধর্মঘটিরা। শ্রমিক নেতারা জানিয়েছেন, অতি শীঘ্র শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যাবলি সমাধান করতে সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তাঁদের আন্দোলন তীব্র করে তোলা হবে।
এদিকে আজি মার্ঘেরিটা মহকুমার অন্য প্রায় সব কয়টি চা বাগানেও অসম চা মজদুর সংঘের মার্ঘেরিটা শাখার উদ্যোগে অনুরূপ অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে সব কটি আসনে প্রার্থী দেবে আপ : মণীশ সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি,২১ ডিসেম্বর (হি. স.): উত্তর ভারতের পাহাড়ি রাজ্য উত্তরাখণ্ডে সব কটি বিধানসভা আসন প্রার্থী দিতে প্রস্তুত আম আদমি পার্টি। সোমবার এ কথা জানিয়েছেন আম আদমি পার্টির বর্ষিয়ান নেতা তথা দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া।
সোমবার মণীশ সিসোদিয়া জানিয়েছেন, উত্তরাখণ্ড বিধানসভার সমস্ত ৭০ আসনে প্রার্থী দিতে প্রস্তুত আম আদমি পার্টি। মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতের সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ জন্ম নিয়েছে। জনগণের জন্য কোনও জনকল্যাণমুখী কাজ করেনি বিজেপি সরকার। উত্তরাখণ্ড থেকে আসা বহু মানুষ আম আদমি পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছে যে দিল্লিতে যে সুন্দর কাজ হয়েছে তেমন কাজ হওয়া উচিত উত্তরাখণ্ডে। পাহাড়ি রাজ্যে ক্ষমতায় আসা উচিত আম আদমি পার্টির। দিল্লির বিদ্যুৎ, জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আম আদমি পার্টি যেভাবে কাজ করেছে ঠিক একই ধরনের কাজ প্রয়োজন উত্তরাখণ্ডে। বিগত চার বছরে কোনও কাজ করেনি বিজেপি সরকার। সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে অসন্তুষ্ট সাধারণ মানুষ। উত্তরাখণ্ডের বহু বরিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আম আদমি পার্টির সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে দলের সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড কে পাখির চোখ করেছে আম আদমি পার্টির কনভেনার অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি ইতিমধ্যেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেবে আমআদমি পার্টি।
প্রসঙ্গত, উত্তরাখণ্ডের রাজনীতিতে প্রধান দুটি দল হচ্ছে বিজেপি এবং কংগ্রেস। সেখানে আম আদমি পার্টি কতটা রাজনৈতিক জমি নিজেদের জন্য তৈরি করতে পারবে তা নিয়ে সন্দিহান রাজনৈতিক মহল। কারণ দেখা গিয়েছে দিল্লিতে আম আদমি পার্টির রাজনৈতিক ভিত্তি থাকলেও রাজধানীর বাইরে সেরকম ভাবে দাগ কাটতে পারেনি এই দলটি।

মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় আজ থেকে নৈশ কারফিউ

শিলং, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : করোনা-র প্রকোপ মোকাবিলায় মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় আজ সোমবার থেকে নৈশকালীন কারফিউ জারি হচ্ছে। ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই আদেশ জারি থাকবে। জেলা প্রশাসনের আদেশে রাত ১১টা থেকে ভোর ৫-টা পর্যন্ত নৈশ কারফিউ কার্যকর হবে। তবে, বড়দিন এবং নববর্ষ উদযাপনের জন্য ২৪, ২৫ এবং ৩১ ডিসেম্বর নৈশকালীন কারফিউ লাগু থাকবে না।
পূর্ব খাসিপাহাড়ের জেলাশাসক জানিয়েছেন, জেলায় বড়দিন ও নববর্ষ উদযাপনকে সামনে রেখে ২৪, ২৫ এবং ৩১ ডিসেম্বর রাতে কারফিউ তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু করোনা মোকাবিলায় সরকারি বিধিবিধানগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।
এই আদেশ জারি হওয়ার পাশাপাশি কিছু জরুরি পরিষেবাকে কারফিউয়ের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। করোনা-র চিকিৎসায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মী, পুলিশ, সুরক্ষা ও সশস্ত্র বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স এবং হোমগার্ডের স্বেচ্ছাসেবক, ওষুধের দোকান, ফায়ার অ্যান্ড ইমারজেন্সি সার্ভিসেস, বিদ্যুৎ পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মী এবং আধিকারিক, এফসিআই-এর গাড়ি, করোনা কেয়ার সেন্টার সম্পর্কিত মেডিক্যাল টিম এবং কর্মকর্তারা, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, এনএইচআইডিসিএল, শিলং পুর নিগম এবং টেলিকম পরিষেবার যুক্ত কর্মচারীরা কারফিউ পাস নিয়ে তাঁদের কাজ সম্পাদন করতে পারবেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় সর্বাধিক করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। মোট সক্রিয় ৪৯৯ জন করোনায় আক্রান্তের মধ্যে ৩১৭ জনই পূর্ব খাসিপাহাড়ের বাসিন্দা। জেলা থেকে করোনা-র প্রকোপ হ্রাস করার লক্ষ্যে কারফিউ জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

”সম্পূর্ণভাবে তোমাকে খাঁ পদবী থেকে মুক্তি দিচ্ছি ”: অভিমানী সৌমিত্র খাঁ

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি স): রাজনৈতিক দলগুলির অন্তরে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। নির্বাচনের হাত ধরে এবার ভাঙ্গন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে। সোমবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি নেতা সৌমিত্র খাঁর স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল খাঁ। আর এরপরেই সল্টলেক থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ”সম্পূর্ণভাবে তোমাকে খাঁ পদবী থেকে মুক্তি দিচ্ছি ” স্ত্রীর উদ্দেশ্যে সাফ জানিয়ে দিলেন সৌমিত্র খাঁ।
সুজাতা মণ্ডল খাঁর তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরেই দুঃখ প্রকাশ করে সৌমিত্র খাঁ বলেন, ” কখনো তোমাকে আমি দুঃখ দিনি। অভিষেকে বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ছিলাম। তখন আমাকে জয়ের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিলে। ঘরের অশান্তির জন্য সুজাতা দলবদল করবে ভাবতে পারিনি। ৭০ হাজার টাকা করে সুজাতাকে প্রতিমাসে দিয়েছি। ভারতীয় জনতা পার্টির না থাকলে আমিও লোকসভা নির্বাচনে জয় পেতাম না। যে মেয়েটার সাথে এর ১০ বছর একসঙ্গে থাকলাম খেলাম সে এরকম করবে ভাবতে পারিনি। সৌমিত্রর স্ত্রী না হলে কেউ তোমাকে চিনত না। এখন আমি ওনাকে এটাই বলব খাঁ পদবীটা ছেড়ে দিন শুধু মন্ডল লিখুন। উনি আমার জন্য অনেক করেছে শুধু তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আজ থেকে সম্পূর্ণভাবে তোমাকে খাঁ পদবী থেকে মুক্তি দিলাম। আমি পশ্চিমবাংলার যুবসমাজের জন্য কাজ করব। আজ থেকে সৌমিত্র সুজাতার সম্পর্ক শেষ। আমি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডিভোর্স-র নোটিশ পাঠিয়ে দেব।আমি ওর শুভ কামনা করি। আজ থেকে ওর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তির নমিনি তুমি ছিলে। সবকিছু আমি ক্যানসেল করে জনকল্যাণের সেবায় দিয়ে দেব। আমি জানি তুমি কখনও চাইবে না। কিন্তু তুমি যদি চাও সাত দিনের মধ্যে আমি পাঠিয়ে দেবো। আমার লড়াই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তোমার বিরুদ্ধে নয় তোমাকে অনেক ভালোবেসেছিলাম।
এরপরই তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে সৌমিত্র খাঁ বলেন, ”

ছয়ের পাতায়

গোয়ালপাড়ায় বুনো হাতির হামলা, হত এক, নগাঁওয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর

গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বুনো হাতির উপদ্রবে অসমের বিভিন্ন প্রান্তের নাগরিককুল ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। প্রায় প্রতিদিন রাতবিরেতে বুনো হাতির আনাগোনা, ভাঙচুর, খেতের ফসল ও গোলার ধান সাবাড় করা নিত্যনৈমিত্যিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া মানুষকে পদপিষ্ট করে মেরে ফেলার মতো ঘটনাও ঘটছে আকছার। অনুরূপ এক খবর গোয়ালপাড়া জেলা থেকে এসেছে। জানা গেছে, গোয়ালপাড়া জেলার রংজুলি এলাকায় দলছুট এক বুনো হাতি ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়েছে। গতকাল রাতে রংজুলি থানার অন্তর্গত নিউ মইশখুলি গ্রামে জনৈক যুবককে তেড়ে নিয়ে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলেছে প্রকাণ্ড এক হাতি। নিহত যুবককে নিউবার্থ সাংমা (২৭) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।
প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রাতে গ্রামের রাস্তা দিয়ে প্রতিবেশীর ঘরে যাচ্ছিলেন নিউবার্থ সাংমা। সে সময় অতর্কিতে তাকে তেড়ে যায় বিশাল বুনো হাতিটি। যুবকটি হাতির সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। এক সময় শুঁড় দিয়ে সাংমাকে ধরে আছাড় মারে। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি হাতি। ধরাশায়ী নিউবার্থকে পা দিয়ে পিষে সে তার পথে চলে যায়। যুবক নিউবার্থকে মেরে মইশখুলি খামারে একটি এবং রংজুলি গারোপাড়ায় দুটি, মোট তিন পরিবারের ঘরদুয়ার ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে দলছুট বুনো হাতিটি। উল্লেখ্য, দিন-কয়েক আগে এই বুনো হাতিটি ভালুকজুলি গ্রামের এক যুবককে আছড়ে মেরে ফেলেছিল।
এদিকে মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত কলিয়াবরের বড়ভগিয়ায়ও বুনো হাতির তাণ্ডবে অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে নাগরিকজীবন। বেশ কয়েকদিন ধরে ওই গ্রামে হাতির উপদ্রবে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আজ ভোরে পাঁচ থেকে ছয়টি বুনো হাতির এক দল গ্রামে হানা দিয়ে সন্ত্রাস চালায়। হাতির দলটি জনৈক কৃষক পবিত্র মণ্ডলের বসতঘর ভেঙে তাঁর গোলার ধান খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে।

কাবুলে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে ১০, জখমের সংখ্যা ৫২

কাবুল, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১০। এছাড়াও রবিবারের বিস্ফোরণের ঘটনায় জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৫২ জন। জখমদের মধ্যে ৬ জনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায়, তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাকিদের চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার কাবুলের পিডি-৫-এর স্পিন কালায় স্কোয়ারে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ হয়।
সেই সময় ওই স্থান থেকে যাচ্ছিল কাবুলের সাংসদ হাজি খান মহম্মদ ওয়ার্দাকের কনভয়। গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে সাংসদ বেঁচে গেলেও, ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫২ জন জখম হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য গাড়ি ও বেশ কয়েকটি বাড়ি। সোমবার সকালে ভাইস-প্রেসিডেন্ট আমরুল্লাহ সালেহ জানিয়েছেন, রবিবারের গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫২ জন জখম হয়েছেন। বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি কোনও সন্ত্রাসী সংগঠন।

৬২ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ৯,৩৯২ জনের, সুস্থ ৪.০৯ লক্ষের বেশি

ইসলামাবাদ, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানে আবারও বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭৯২ জন। রবিবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৬২ জনের। পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ৯,৩৯২ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৬৮ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৪ লক্ষ ০৯ হাজার ০৮৫ জন।
সোমবার সকালে পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড অপারেশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭৯২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬২ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫৮,৯৬৮। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪০,৭৯১। এযাবৎ পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৪,০৯,০৮৫ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৫.১৫ শতাংশ।

ইমফল-এ কংবা বাজারে আইইডি উদ্ধার

ইমফল, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বছর শেষের প্রাক্কালে আতঙ্ক ছড়িয়েছে মণিপুরে। রাজধানী ইমফলে আইইডি উদ্ধার হয়েছে। আজ সোমবার সকালে ইমফল ইস্ট পুলিশ এবং আসাম রাইফেলস-এর যৌথ অভিযানে কংবা বাজার এলাকায় ওই আইইডি উদ্ধার হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে কংবা বাজারে অভিযান চালানো হয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনী সমগ্র বাজার এলাকা কর্ডন করে তল্লাশি চালায়। তাতে ওই আইইডি উদ্ধার হয়েছে। ওই সময় বোম স্কোয়াড সাথেই ছিল। আইইডি উদ্ধার হওয়ার পর আইইডি-টি নিষ্ক্রিয় করেছে বোম স্কোয়াড নিস্তেজ করেছে।
প্রসঙ্গত, পুলিশ আইইডি উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত কোনও উগ্রবাদী সংগঠন বাজারে আইইডি রাখার কথা স্বীকার করেনি। ফলে, জনবহুল এলাকায় আইইডি কীভাবে রাখা হয়েছে সে রহস্য ভেদ করা প্রয়োজন বলে মনে করছে পুলিশ। এই ঘটনায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে ইমফলে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরের প্রতিবাদে কার্যালয়ের সামনে সভা

কলকাতা,২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা এবং পুনর্বাসনের সঙ্গে সংপৃক্ত একটি প্রতিষ্ঠান কলকাতা থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। নানাবিধ প্রশিক্ষণের বিষয়টির তত্ত্বাবধানে থাকা কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থাটির নাম ন্যাশনাল ইন্সটিটুট অফ এমপাওয়ারমেন্ট অফ পার্সনস উইথ ভিজ্যুয়েল ডিসঅ্যাবিলিটি (এনআইপিভিডি)। এর প্রতিবাদে কার্যালয়ের সামনে এক প্রতিবাদ সভার আহ্বান করা হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় দেরাদুনে অবস্থিত হলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা সংস্থাটির থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা পান। বেশি বয়সে যে সমস্ত ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারান, তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য নানা রকম প্রশিক্ষণ এই সব আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে পরিচালিত হয়। সংস্থাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ দফতরের অধীনস্থ সংস্থাটি তার কলকাতা ও সেকেন্দ্রাবাদে অবস্থিত আঞ্চলিক দফতরগুলো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা বিভিন্ন পরিষেবা ও বিভিন্ন আধুনিক সহায়ক সরঞ্জাম তথা প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হবেন।এটি রাজ্য তথা অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের স্বার্থের পরিপন্থী। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দল, মত নির্বিশেষে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেমেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী। সংগঠনের তরফে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানে নিয়োজিত সমস্ত সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের কাছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসাবেই সভায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন অথবা বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানে নিয়োজিত সমস্ত সংগঠন, ব্যক্তি, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্দোলনের শুভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় উপস্থিত থাকার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী। আমরা আশা করি সকলের ঐকান্তিক এবং ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর যদি প্রতিবাদে সোচ্চার হয় তাহলে পিছু হটতে বাধ্য হবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের পরিষেবা প্রদানকারী এই সংস্থাটি।'

বাড়ছে রেলের নজরদারি, সিসিটিভি বসছে রাজ্যের ১০০ স্টেশনে

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : ট্রেন ও স্টেশনে নজরদারি বাড়াচ্ছে রেল। অপরাধী ও সন্দেহজনক সামগ্রীর উপর নজর রাখতে এবার রাজ্যের বিভিন্ন স্টেশনকে ইন্টিগেটেড সিকিউরিটি সিস্টেমে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির এই ক্যামেরা সার্কুলেটিং এরিয়া, প্ল্যাটফর্ম এলাকা, পার্সেল এলাকা, ওয়েটিং রুমের যাতায়াতের পথে লাগানো হবে। অপরাধীদের সঙ্গে ট্রেনে যাতায়াতকারী সামগ্রীর উপর নজর রাখবে এই ক্যামেরা। প্রাথমিক পর্যায়ে হাওড়া ডিভিশনের ৩০টি, শিয়ালদহের ৩১টি, আসানসোলের ২৫টি ও মালদহের ১৫টি স্টেশনকে নির্বাচিত করে কাজ শুরু হচ্ছে। নির্বাচিত স্টেশনগুলিতে বসানো হচ্ছে। ১৬০ ডিগ্রিতে ঘুরবে এমন আধুনিক ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় স্টেশন গুলিতে হ্যান্ড ব্যাগেজ স্ক্যানারও লাগানো হবে।হাওড়া ডিভিশনের লিলুয়া, শ্রীরামপুর, শেওরাফুলি, চন্দননগর, ব্যান্ডেল, রামপুরহাট, বোলপুর, পাকুড়—সহ বিভিন্ন স্টেশন রয়েছে তালিকায়। শিয়ালদহ ডিভিশনে ৩০টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্টেশনগুলির মধ্যে রয়েছে, বারাসত, ব্যারাকপুর, মধ্যমগ্রাম, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, গেদে, বহরমপুর ইত্যাদি। আসানসোলে নির্বাচিত পঁচিশটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিত্তরঞ্জন, অন্ডাল, রানীগঞ্জ, পানাগড়, কালীপাহাড়ি স্টেশন। মালদহের ভাগলপুর, জামালপুর, সাহেবগঞ্জ, সুলতানগঞ্জ সহ আরও ১২টি স্টেশনে চালু হবে সিকিউরিটি এন্ড সারভাইলেন্স সিস্টেমের এই বিশেষ ব্যবস্থা।এই সিসিটিভি ফুটেজ ধরে রাখা হবে সিডিতে। প্রয়োজনে তা খতিয়ে দেখা হবে। অপরাধীদের ধরতে ফেস রিকগনিশন সিস্টেমও রাখা হবে। লকডাউনের আগে তৈরি হয়েছে এই অ্যাকশন প্ল্যান। আগামী ২০২২ সালের মার্চের মধ্যে ট্রেন ও স্টেশনে সিসিটিভি লাগানোর কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে রেলবোর্ড। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেল ও এক্সপ্রেসের ৫৮,৬০০ কোচে ও ৬,১০০টি স্টেশনে সিসিটিভি লাগানো হবে।

তৃণমূল আমার ঘরের লক্ষ্মীকে চুরি করেছে, সুজাতার তৃণমূল যোগ প্রসঙ্গে সৌমিত্র খাঁ

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি স): লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। সোমবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর স্ত্রী। তৃণমূলে যোগ দিতেই বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙল বিজেপি সাংসদের স্ত্রী সুজাতার। আর তারপরেই ”তৃণমূল আমার ঘরের লক্ষ্মীকে চুরি করেছে” তোপ দাগলেন সৌমিত্র খাঁ। তৃণমূলকে একহাত নিয়ে সৌমিত্র খাঁ বলেন, ”রাজনীতি করতে করতে বুঝতে পারলাম না কখন ঘরের লক্ষ্মীটাই চুরি হয়ে গেল”।
সুজাতার তৃণমূলে যোগ প্রসঙ্গে সৌমিত্র খাঁ বলেন, ”দয়া করে সুজাতাকে খুন করে দেবেন না। নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবেন। তাঁকে খারাপ কাজে লাগাবেন না। ডিভোর্স নোটিস পাঠাচ্ছি। সমস্ত কিছু ত্যাগ করলাম। দেশের জন্য ত্যাগ করলাম। দোতলা বাড়ি বানাতে পারিনি বলে আমার ঘরে আসতে চায়নি।১০ বছর আগে প্রেমপর্ব শুরু, অনেক ঝড় পার করেছি। সব কিছু চুরির পর এবার তৃণমূল আমার ঘরের লক্ষ্মীকেও চুরি করেছে”।

খাস কলকাতায় ফের শ্লীলতাহানীর অভিযোগ

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি স):বেশ কয়েকবার রাতে শহরের বিরুদ্ধে উঠেছে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। ফের রাতে শহরের বিরুদ্ধে উঠল একই প্রশ্ন। রবিবার গভীর রাতে খাস কলকাতার কসবায় ফের শ্লীলতাহানীর অভিযোগ। সোমবার ঘটনা তদন্তে কসবা থানার পুলিশ।
অভিযোগ উঠেছে,রবিবার কসবা নবপল্লীর কাছে বান্ধবীর সঙ্গে পার্টি করে গাড়ি করে ফিরছিলেন অভিযোগকারিনী ওই মহিলা। কিন্তু সেই সময় গাড়ি ব্যাক করা নিয়ে ঝামেলা লাগে বলে অভিযোগ মহিলার। ওই মহিলার অভিযোগ রাস্তার মোড়ে কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি ব্যাক করার সময় সামান্য ধাক্কা লাগে রাস্তা মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবকের।

ছয়ের পাতায়

পুলিশের নিয়োগের ক্ষেত্রে অফার লেটার বিতরণ না করায় ক্ষুব্ধ প্রার্থীরা রাজপথে ধরণা দিয়েছে সোমবার। ছবি- নিজস্ব।

কৃষি প্রকল্পে বরাদ্দ টাকা বাংলাকে দিতে ফের কৃষিমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : কৃষক আন্দোলনের মাঝেই কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরকে সোমবার চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন তিনটি কৃষি আইন নিয়ে রাজধানীর মাটিতে কৃষক বিক্ষোভ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই আবহে ফের কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে লেখা মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এ রাজ্যের কৃষকদের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প লাগু করার আবেদনে এ নিয়ে দ্বিতীয় চিঠি লিখলেন তিনি। 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি' প্রকল্পের কৃষকরা যে সুবিধা পান, মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে কেন্দ্রের কাছে তা বাংলায় লাগু করার আবেদন করলেও এখনও চালু হয়নি।

কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই চিঠির সঙ্গে আগের বারের চিঠিও সংযোজন করেছেন। এবার তিনি সরাসরি টাকা চাইলেন কেন্দ্রের থেকে। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কৃষকদের জন্য বরাদ্দ অর্থ পাঠানো হোক বাংলায়। তা হাতে পেলেই নিয়ম মেনে সুবিধাপ্রাপ্তদের তালিকা তৈরি করে কেন্দ্রের কাছে জমা দেওয়া হবে।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগে সরব কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কেন্দ্রের অভিযোগ, 'আয়ুষ্মান ভারত যোজনা' এবং 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাণ নিধি' — এই দুই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা ইচ্ছে করেই গ্রহণ করছে না বিরোধী শাসিত বাংলা। যার জেরে এখানকার কৃষক এবং সাধারণ মানুষজন বঞ্চিত হচ্ছেন। বারবার এমনকী এই দুই সুবিধা চালু না করায় মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুলেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। উত্তরে রাজ্যও বারবার জানিয়েছে যে এখানে সাধারণ মানুষ এবং কৃষকদের জন্য রাজ্য সরকারের যে প্রকল্প দুটি রয়েছে — স্বাস্থ্যসাথী এবং কৃষকবন্ধু, তার সুবিধা কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির তুলনায় অনেক বেশি। তাই রাজ্যবাসী কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা এখানকার মানুষজন না পেলেও খুব সমস্যা হবে না। এদিকে, নয়া তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লিতে কৃষক বিক্ষোভের সুর চড়ছে ক্রমশ। আর তা সামাল দিতে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী সবচেয়ে বিপাকে। কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল।

করোনা আবহে আইসিসিআর-এ শুরু দশ দিনব্যাপী ভারত সংস্কৃতি উৎসব

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি স): দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় একপ্রকার নাজেহাল শহরবাসী। তবে এরই মাঝে শহরবাসীকে আনন্দ দিতে হাজির ভারত সংস্কৃতি উৎসব ২০২০। সোমবার থেকে আইসিসিআরে শুরু হল দশ দিনব্যাপী ভারত সংস্কৃতি উৎসব।

ভারত সংস্কৃতি উৎসব মূলত ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির এক উৎসব।হিন্দুস্থান আর্ট অ্যান্ড মিউজিক সোসাইটির তরফে অনুষ্ঠিত এই উৎসব সোমবার উদ্বোধন হল। চলবে আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সকাল ১০ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। বর্তমানে যেহেতু করোনা কাঁটায় ভুগছে সকলে আর সেই দর্শকদের জন্য এই প্রতিযোগিতা দেখার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। সশরীরে না গিয়ে অনলাইনেও এই প্রতিযোগিতা দেখা সম্ভব। শুধু প্রতিযোগিতাই নয় তার পাশাপাশি প্রতিযোগিতার শেষ দিন ৩০ ডিসেম্বর পুরস্কার বিতরনি অনুষ্ঠান হবে। নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পুরস্কার বিতরণ করা হবে। সোমবার ভারত সংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেছে একাধিক নামিদামি শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত রয়েছে শ্রীমত বন্ধু গৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ, সেক্রেটারি, প্রভু জগৎবন্ধু মহুধরণ মঠ ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন মেয়র পরিষদ দেবাশীষ কুমার ছাড়াও আরও অনেকে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রয়োজনে রক্ত দেব, কিন্তু জনগনমন-র অপমান মানব না: মমতা

কলকাতা, ২১ডিসেম্বর (হি. স.): অমিত শাহের বঙ্গ সফর নিয়ে বিজেপিকে একহাত নিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বিজেপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে অপমান করেছে বলেও এদিন সুর চড়ান তিনি।

ক্ষমতায় এলে সোনার বাংলা গড়ার ডাক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তবে এদিন বিজেপির এই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে কার্যত কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকার কে কটাক্ষ করে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'সোনা, রুপো, তামার মানে জানেন? গোলা, দাঙ্গা, আগ্নেয়াস্ত্র জানেন তো'?

এরপরে বিজেপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'প্রয়োজনে রক্ত দেব কিন্তু জনগনমন গানের অসম্মান হতে দেব না।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'রবীন্দ্র সংস্কৃতি আমাদের গর্ব, রাঙামাটির মানুষদের নিয়ে মিছিল করব বোলপুরে। রবীন্দ্রনাথ নাকি জোড়াসাঁকোতে না, বিশ্বভারতীতে জন্মেছেন। ওদের একাত্মবাদ, বহুত্ববাদ নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবার। রবীন্দ্র, নজরুলের আন্তর্জাতিক চেতনার জন্য বিশ্বে খ্যাতি। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ পড়তে বলুন। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অবমাননা মানব না'।

ভাব জমিয়ে এবার হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির অভিযোগ

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি স): রাজ্যজুড়ে এখনও রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আবহে একাধিক হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠেছে চিকিৎসার গাফিলতিতে থেকে রোগী হয়রানির অভিযোগ। কিন্তু এবার হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির অভিযোগ উঠল।সোমবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বর থেকে শিশু চুরির অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ, ন''দিন আগে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চুরি যাওয়া শিশুটির জন্ম দেয় তার মা। সোমবার ওই শিশুর সার্টিফিকেট আনতে যায় ওই শিশুর মা ও তার দিদিমা। দিদিমার কোলে বসিয়ে ওই শিশুর মা সার্টিফিকেট আনতে গেলে অভিযোগ সেই সময় অপরিচিত এক মহিলা শিশুদের দিদার সাথে ভাব জমায়। শিশুটি সেই সময় মলত্যাগ করলে তাকে পরিস্কার করার জন্য জল ও মোছার সামগ্রী আনতে উদ্যোগী হন তার দিদা। তখন অপরিচিত ওই মহিলা তার কাছে শিশুটিকে রেখে যাওয়ার জন্য বলেন। সেই কথা শুনে তিনি শিশুটিকে ওই মহিলার কাছে রেখে দোকানের উদ্দেশ্যে যান। আর সেই সুযোগেই শিশুটিকে নিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত মহিলা। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

অমিত শাহের দাবি মিথ্যে, আগামীকাল তথ্য সহ প্রমাণ দেওয়ার ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ২১ডিসেম্বর (হি. স.): 'অমিত জি আপনার মুখে এত মিথ্যে কথা মানায় না'। সোমবার কার্যত এই ভাবেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের যাবতীয় উন্নয়নের কথা বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করেন সে সমস্ত মিথ্যে বলে দিন অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন বিজেপিকে এক হাত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অমিত শাহ রাজ্যে এসে রাজ্যের বিরুদ্ধে যে বঞ্চনার অভিযোগ করেছেন তা সব মিথ্যে।

এরপরেই কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অমিত জি আপনার মুখে এত মিথ্যে কথা মানায় না'। একইসঙ্গে আগামীকাল মঙ্গলবার অমিত শাহের সমস্ত দাবি যে মিথ্যে তা তথ্যসহ জনসমক্ষে জানাবেন বলে এ দিন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়াও ফের একবার নাগরিকত্ব আইন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নেন তিনি। বলেন, 'বিজেপি চিটিংবাজ পার্টি। যা ইচ্ছে বলতে পারে।১৯৭১ এর আগে যারা এসেছেন প্রত্যেকে এ দেশের নাগরিক। মতুয়াদের নিয়ে রাজনীতি করছে।' মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, 'ওরা কে কারও ভাগ্য ঠিক করে দেওয়ার? নিজেদের ভাগ্য নিজেরা ঠিক করুক। আমরা লড়াই লড়ে নেব'।

অভিযোগ

পাচের পাতার পর

আর তারপরেই বাবু নামে এক ব্যক্তি ওই মহিলার উদ্দেশ্যে কটূক্তি, অশ্লীল ভাষায় কথা বলে। এমনকি শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ ওই মহিলার। আর তারপরেই মহিলা চিৎকার করতে থাকলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কসবা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কসবা থানার পুলিশ। কি কারনে এই ঘটনা সোমবার খতিয়ে দেখছে কসবা থানার পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ।

অভিমানী সৌমিত্র খাঁ

পাচের পাতার পর

ব্যক্তিগত সম্পর্ক অভিষেকে বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ছিলাম। তখন আমাকে জয়ের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিলে। তোমার চাকরি যেদিন চলে গেছে সেই সময় বলেছিলাম আমার সংগ্রহের অর্ধেক তোমাকে দেব। সংসার ভেঙে আপনারা রাজনীতি করছেন লজ্জা করল না? সৌমিত্র খাঁর সাথে গোটা ভারতীয় জনতা পার্টি আছে। যারা তোমার ঘর ভাঙলো তাদের বিরুদ্ধে তুমি বলেছিলে জিভ কেটে রাস্তায় কুকুরকে খাওয়াবে আজ তাদের কাছে ফিরে গেলে। কিছু বলার নেই যা ভালো বুঝেছো করেছো। আজ থেকে সৌমিত্র খাঁ একা। সে নিজেকে ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সৈনিক হিসাবে সমর্পণ করল''।

প্রসঙ্গত,সোমবার তৃণমূল ভবনে গিয়ে হাতে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন। তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায় এবং তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।

মেঘালয়

তিনের পাতার পর

অ্যাপল স্টোরে মেঘালয় পর্যটন অ্যাপ উপলব্ধ। এছাড়া পর্যটকদের জন্য পুনরায় খুলে দেওয়া হলেও রাজ্যের পর্যটন দফতর করোনার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু নির্দেশনা জারি করেছে।

ডায়েরি

দুইয়ের পাতার পর

ডায়ারিয়ার প্রকোপ দেখা দেওয়ায় গ্রামের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত দু'জনকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। অভিযোগ ওঠে যে ডায়ারিয়ার ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্লক স্বাস্থ্য দফতর তেমন কোনও গুরুত্ব দেয়নি। পরে অবশ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে গ্রামে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোসহ ওষুধ বিলির কর্মসূচি নেওয়া হয়। এলাকার মানুষদের অভিযোগ, গ্রামে এখনও প্রয়োজনীয় পানীয় জলের অভাব রয়েছে। ওই এলাকায় থাকা একটি কুয়ো ও সাবমার্সিবল থেকেই গ্রামের মানুষকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। সেই জল পান করার ফলেই এমন পরিস্থিতি হয়েছে বলে গ্রামের মানুষের অভিযোগ রয়েছে। রাত্রে বিছনায় ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় এক মহিলাকে সাপে কামড়ালে তিনি মারা যান। নলহাটি থানার কানপুর গ্রামের শান্তিরানি মণ্ডল (৫৪) রাত্রে বিছানায় ঘুমিয়ে থাকার সময় একটি বিষধর সাপ ছোবল মারে। প্রথমে বিষয়টি বুঝতে বেশ কিছুটা সময় চলে যায় পরে বিছানার তলায় বিষধর সাপটিকে দেখা যায়। পরে বিষক্রিয়ায় মারা যান শান্তিরানি দেবী। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কদমতলায় দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র দান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলা জমিয়ত সংগঠনের উদ্যোগে কদমতলায় অসহায় মানুষের মধ্যে বস্ত্র দান শিবির।জমিয়ত উলামা-ই হিন্দ সম্পূর্ণ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন।গোটা দেশ ব্যাপী সামাজিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে বেশ সুনাম অর্জন করতে পেরেছে এই সংগঠন।দল-মত জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে প্রতিনিয়ত অসহায় মানুষের সাহায্যে পাশে দাঁড়ায় এই সংগঠনটি।গোটা দেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মহকুমায় শীতকালীন কর্মযজ্ঞ চলছে।তারই অঙ্গ হিসেবে উত্তর জেলার কদমতলা বাজার সংলগ্ন নটরাজ মঞ্চে আজ অনুষ্ঠিত হলো গরীব দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র অর্থাৎ কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান।উপস্থিত ছিলেন কদমতলা ব্লক চেয়ারম্যান সুব্রত দেব ,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আব্দুল খালেক ,এলাকার বিশিষ্ট সমাজ সেবক শুভাশিস সেনগুপ্ত , জমিয়তের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এনাম উদ্দিন ,শিক্ষক আলী হোসেন, অসম রাজ্য অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হাসান ,সংগঠনের জেলা কমিটির সক্রিয় সদস্য আমির হোসেন সহ অন্যান্য সদস্যরা।এদিন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল অংশের দুস্থদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।মূলত সমাজের বিভিন্ন ধনী ব্যক্তিদের কাচ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য নিয়েই এই সামাজিক কর্মসূচি পালন করে থাকে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক জমিয়ত সংগঠন।আজমল ফাউন্ডেশন এবং ঈশা ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় রাজ্য ব্যাপি এই মহৎ কর্মযজ্ঞ চলছে বলে জানান সংগঠনের কর্মকর্তারা।বিগত দিনগুলোতে বন্যা পরিস্থিতি হোক কিংবা করোনা মহামারী প্রত্যেকটি দুর্যোগে মানুষের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে ত্রিপুরা জমিয়ত সংগঠন।তাছাড়া অসম ত্রিপুরা মিলে প্রায় আড়াইহাজার বিধবা মহিলাদের তিন হাজার টাকা করে ভাতা প্রদান এবং অসহায় পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী দের শিক্ষা সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে এই অরাজনৈতিক সংগঠনটি।সোমবার এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৭০ জন দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। আগামী দিনেও তাদের এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি জারি থাকবে বলে জানান সংঘটনের কর্মকর্তারা।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রয়োগ সংক্রান্ত আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ২২টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ইমিউনাইজেশন নোডাল অফিসারদের নিয়ে গত ১৮ ডিসেম্বর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রয়োগ সংক্রান্ত জেলা পর্যায়ের কর্মশালা আই এম এ হলে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় জেলা টিকারকরণ অধিকর্তা ডাঃ ঈশিতা গুহ পশ্চিম জেলায় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কার্যকর করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে তিনি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের গাইডলাইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালায় অন্যান্য রিসোর্স পার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট সারভাইলেন্স অফিসার ডাঃ স'য় রুদ্রপাল, স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ইউ এন ডি পি ডঃ সুপ্রতীম বিশ্বাস এবং প্রোগ্রাম অফিসার ইমিউনাইজেশন ডাঃ জয়দীপ চক্রবর্তী। ধলাই জেলাতেও গত ১৮ ডিসেম্বর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসের কনফারেন্স হলে অনুরূপ এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মোহনপুরে

● **প্রথম পাতার পর**

বলে জানা গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর পাশাপাশি বিদ্যুৎ কর্মীরাও দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

মেলাঘরে

● **প্রথম পাতার পর**

কোন জিনিসপত্র উদ্ধার বা চোরদের আটক করার কোনো সংবাদ নেই।কামরাঙ্গা তলি বাজার ও পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

অনশনে

● **প্রথম পাতার পর**

সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'' অনশনের পাশাপাশি আগামী দিনে আন্দোলন চলাকালীন বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে কৃষক সংগঠনগুলির তরফে। প্রতি বছর ২৩ ডিসেম্বর ভারতে পালিত হয় কৃষক দিবস। ওই দিন দেশের সমস্ত কৃষককে দুপুরের খাবার না খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে সংগঠনগুলি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

● **প্রথম পাতার পর**

হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে চিঠিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের সচিব প্রদীপ সিং খারোলাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী আশক গেহলট, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ইংল্যান্ড থেকে আসা বিমানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার আর্জি কেন্দ্রের কাছে জানিয়েছিল।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

কাছে যাবে কিষান, শ্রমিক, যুব কর্মী সমিতি। সেখানে ব্যর্থ হলে উচ্চ আদালতে মামলা করা হবে। অন্যান্য ইউনিয়নগুলি সঙ্গে কথা বলে সহসাই আগরতলা শহরে আন্দোলন সংগঠিত করতে চলেছে কিষান শ্রমিক যুব কর্মী সমিতি। সোমবার এডভাইজার চৌমুনীস্থিত নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করে এ কথা জানান সমিতির সভাপতি তথা প্রাক্তন পি সি সি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। এই আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে ইতিমধ্যে বৈঠক হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বিষয়টি অবগত করা হয়েছে। সহসাই আন্দোলন সংগঠিত করার ঘোষণা দেন তিনি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

● **প্রথম পাতার পর**

হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে চিঠিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের সচিব প্রদীপ সিং খারোলাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী আশক গেহলট, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ইংল্যান্ড থেকে আসা বিমানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার আর্জি কেন্দ্রের কাছে জানিয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

কৃষি, এমএসএমই সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের পরিসংখ্যান তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট শিল্প ক্ষেত্রগুলিকে যথাযথ মূল্যায়ন সাপেক্ষে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি ঋণ প্রদানের পর নিয়মিত পর্যবেক্ষণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফর লোকাল-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বাজারজাতকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এ প্রসঙ্গে তিনি দেশে-বিদেশে রাজ্যে তৈরি বাঁশের বোতলের চাহিদার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই বাঁশের বোতল আগামীদিনে দেশে-বিদেশে ত্রিপুরার পরিচিতি বাড়াতে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। এজন্য ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং নাবার্ড-কে এই শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসারে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন তিনি। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের ধূপকাঠি শিল্পের প্রসারেও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের উৎসাহিত করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ধর্মনগরে

● **প্রথম পাতার পর**

কফসিরাপ সমেত এক নেশকাবারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় ধর্মনগর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া নেশাকাবারীর নাম রিন্টু দাস তার বাড়ি ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে। দীর্ঘদিন যাবত ধর্মনগর আলগাপুর রোডে ভাড়া বাড়িতে থেকেই অবস্থান করছে সে। পূর্বেও নেশাজাতীয় কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার দরুন পুলিশ তাকে বহুবার গ্রেপ্তার করে। কিন্তু বারংবার ছাড়া পেয়েই সে বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। বর্তমানে পুলিশি জেরায় রয়েছে সে। আজকের এই অভিযান সম্বন্ধে ধর্মনগরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আইপিএস কান্তা জানঙ্গীর জানান।কিছুদিন পূর্বে নতুন বাজার এলাকা এবং ধর্মনগর বটও ওসি এলাকা থেকে ১২ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছিল উত্তর জেলা পুলিশ সুপার দীর্ঘদিন ধরেই নেশার করিডর হিসেবে ধর্মনগর কে বেছে নিয়েছে নেশা কারবারিরা। বেশীরভাগ সময়ই দেখা গিয়েছে আসাম রাজ্য থেকে ব্রাউন সুগার ইয়াবা ট্যাবলেট ফেন্সিডিল এক্সকভ নামে বিভিন্ন নেশাজাতীয় সামগ্রী উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে দিয়েই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে পৌঁছে যাচ্ছে পুলিশ তৎপর থাকলেও জনগণ ও এখন সজাগ হয়ে রয়েছে কোনরকম সন্দেহভাজনকে দেখলেই জনগণ খবর দিচ্ছে আরক্ষা দপ্তরে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নেশার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা রাজ্যে।

মিছিল

● **প্রথম পাতার পর**

১ জনও গ্রেপ্তার নেই। একই ভাবে রবিবারও খয়েরপুরের যুব সংগঠনের কনভেনশানে দুস্কৃতিদের হামলার ঘটনায় খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ৩ জন চিত্র সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন। এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, রবিবার খয়েরপুরের প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র করের বাড়িতে দলীয় কনভেনশন ছিল। ওই কনভেনশনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক হিংসার সৃষ্টি হয়েছে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে দুইপক্ষের মধ্যে। গাড়ি-বাইক ইত্যাদি ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। কোনও রকমে নিয়ন্ত্রণে আনা হয় পরিস্থিতি।

কমিটির

● **প্রথম পাতার পর**

জন্য চাপ সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ করা হয়।আন্দোলন প্রত্যাহার করে না দিলে পরিণতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে।গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনকারীদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের বাড়ি ঘরে গিয়ে এভাবে হুমকি প্রদর্শন এর ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আন্দোলনকারীরা। উল্লেখ্য গত নয় মাস ধরে চাকরিচ্যুতরা বেতন পাচ্ছে না। ফলে তাদের পরিবারে অনাহার দেখা দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দু'মুঠো অন্নের তাগিদেই তারা আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সমস্যা দুমাসের মধ্যে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পরও সমস্যা সমাধান হয়নি। সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিশ্রুতিও পাচ্ছে না তারা। তাদের পিঠ দেওয়লে লেগে গেছে। সে কারণে বাধ্য হয়েই তারা আন্দোলনে পা বাড়িয়েছে।যতদিন পর্যন্ত তাদেরকে চাকুরীতে নিযুক্তির সুনিদৃষ্ট প্রতিশ্রুতি না দেওয়া হবে ততদিন পর্যন্ত তারা সিটি সেন্টারের সামনে গণ-অবস্থান আন্দোলন অব্যাহত রাখবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করার জন্যই একাংশের লোকজন তাদের বাড়িঘরে গিয়ে এ ধরনের হুমকি দিচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেছেন।রাজ্য সরকার এবং আরক্ষা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

ক্যাডার

● **প্রথম পাতার পর**

প্রগতি কখনও সম্ভব নয়, সে যত চেষ্টাই করা হোক না-কেন। মূলস্রোতে ফিরে আগত যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদেরকে ধ্বংসের জন্য নয়, নতুন করে দেশ গড়ার কাজে যত্নশীল হতে হবে। এক পরিবারভুক্ত মানসিকতায় প্রেম-প্রীতি, সহানুভূতিশীলতার মাধ্যমে বন্ধুত্ব এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শে রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সকলকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এদিন তিনি এখনও যে সকল উগ্রপন্থী আত্মগোপন করে রয়েছেন তাদের যত শীঘ্র সম্ভব মূলস্রোতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ম্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশে গড়ে ওঠা আস্থা ও বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই অঞ্চলের প্রায় সব উগ্রপন্থী সংগঠন শান্তির পথে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি বলেন, আত্মসমর্পণকারীদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও রাজ্য সরকার 'স্বাবলম্বন' প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের এক মর্যাদাপূর্ণ জীবন উপহার দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্ব-নিয়োজন প্রকল্পগুলিতে এই সকল যুবক-যুবতীদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে বলে জানিয়ে আজ আগ্নেয়াস্ত্র সংবরণকারী উগ্রপন্থী সদস্যদের এই সব প্রকল্পের সুবিধা নিতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ।

আজকের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক ভাষণ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া। উগ্রপন্থীদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তিনি মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ভারতীয় সেনাবাহিনী, অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং রাজ্যের পুলিশপ্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্তের নির্দেশনায় তৈরি 'শান্তির দিশত আন এক পদক্ষেপ' (শান্তির ক্ষেত্রে অন্য এক পদক্ষেপ) শীর্ষক ভিডিও প্রদর্শন করা হয়েছে।

অসম পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মহাপরিদর্শক হীরেন নাথের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বহুজনের সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী, মুখ্যমন্ত্রীর আইনি উপদেষ্টা শান্তনু ভরালি, পুলিশপ্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পবনকুমার বরঠাকুর, গৃহ দফতরের প্রধান সচিব নীরজ বার্মা, অতিরিক্ত পুলিশপ্রধান হরমিত সিং, গৃহ দফতরের কমিশনার-সচিব জ্ঞানেন্দ্রদেও ত্রিপাঠী, সেনাবাহিনীর ২১ মাউন্টেন ডিভিশনের জিওসি এসপি সিং, সিআরপিএফ-এর নর্থ-ইস্ট জোনের অতিরিক্ত সঞ্চালকপ্রধান সঞ্জীবরঞ্জন ওঝা, এসআইবি-র যুগ্ম অধিকর্তা রশ্মি সিনহা প্রমুখ ভারতীয় সেনা বাহিনী, এসএসবি, বিএসএফ, আইটিবিপি এবং রাজ্য পুলিশের বহু পদস্থ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। এছাড়া আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থী সদস্যদের পরিবারবর্গের পাশাপাশি কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলার বেশ কয়েকজন গ্রামপ্রধান আজকের অনুষ্ঠানে ছিলেন।

সচেতনতা শিবির

আটের পাতার পর

পাশাপাশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডাঃ দীপ্তনু বিশ্বাস সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা, এসটিএস উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কৃত করা হয়েছে ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। পরে যক্ষারোগ নিয়ে এলাকায় এক সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালানো হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য শিবির

আটের পাতার পর

নিয়মিত টিকাকরণের প্রয়াজনীয়তা সহ ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়া, যক্ষা ও ডায়াবেটিস রোগ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য আলোচনা করেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য শিবির

আটের পাতার পর

জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পাকিস্তান দলে খেলতে 'জি হুজুর' বলতে হয়

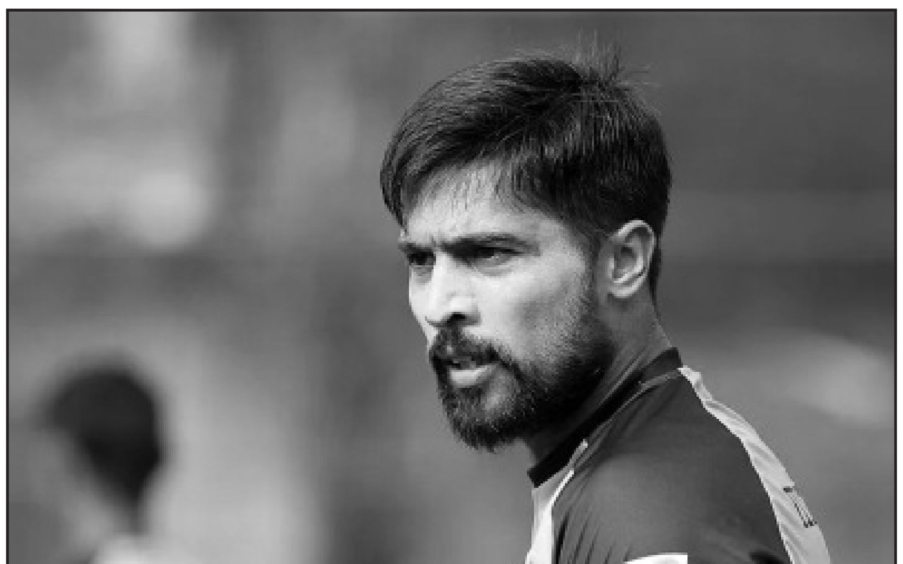

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সব সংস্করণ থেকে বিদায় নেওয়ার বার্তায় মোহাম্মদ আমির জানিয়েছেন, মানসিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতেই নাকি তাঁর এই সিদ্ধান্ত! সিদ্ধান্তের পেছনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকেই দায়ী করেছিলেন ২৯ বছর বয়সী বাঁহাতি পেসার। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আমির আরেক প্রস্থ কাঠগড়ায় তুলেছেন ক্রিকেট বোর্ডকে।

আমির জানিয়েছেন পাকিস্তান দলে খেলতে তাঁর পক্ষে কর্তাতোষণ সম্ভব নয়, 'পিসিবি সিইও (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) ওয়াসিম খান ও চেয়ারম্যান এহসান মানির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো বিরোধ নেই। তবে বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে অনেক আপত্তি আছে। এই "জি হুজুর", "জি হুজুর" সংস্কৃতি আর চলতে পারে না। ক্রিকেটে এই বসগিরি শেষ হতে হবে। যোগাযোগ—বিভ্রাট থাকা চলবে না। ভালোভাবে কথা বলেন, ভালোভাবে সাড়া দেব। সম্মান পেতে হলে সম্মান করতে হবে।'পাকিস্তানের বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্টের সর্বেসর্বা হচ্ছেন মিসবাহ-উল-হক। আমিরের আঙুল যে তাঁর দিকে, না বললেও চলছে।৩৬ টেস্ট, ৬১ ওয়ানডে ও ৫০ টি-টোয়েন্টি খেলা আমির ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিজয়ী পাকিস্তান দলের সদস্য। ক্যারিয়ারটা তাঁর আরও অনেক মণিমুক্তাখচিত হতে পারত যদি না ২০১০ সালে স্পট ফিক্সিংয়ের মতো অন্ধকার জগতে পা দিতেন। ২০১৫ সালে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষে যখন ফিরলেন, জাতীয় দলের বেশির ভাগ সতীর্থ তাঁকে সহজেই মেনে নিতে চাননি।

এখানে আমির বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন শহীদ আফ্রিদির প্রতি, 'দলের সবাই এক দিকে আর শহীদ ভাই আরেক দিকে। শহীদ ভাই বললেন, "আমির খেলবে সে যা-ই ঘটুক।" আমি সব সময়ই তাঁদের দুজনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।' আরেকজন হচ্ছেন সাবেক পিসিবি চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি।

পাঁচ বছর বিরতির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরাটা আমিরের ভালোই হয়েছিল। ২০১৬ এশিয়া কাপে তাঁর বোলিং বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এমনকি সর্বশেষ বিশ্বকাপে আমির খারাপ বোলিং করেননি, ৮ ম্যাচে নিয়েছিলেন ১৭ উইকেট। নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে আমির বলছেন, 'আমি ফিরে এসেছি। এশিয়া কাপে দুর্দান্ত স্পেল করেছি। পিএসএলে প্রথম বোলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করেছি। পাকিস্তানকে ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিততে সহায়তা করেছি।'

তবুও কেন আমির এত দ্রুত অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন? অনেক খেলোয়াড় তো ২৯ বছর বয়সে থাকেন ক্যারিয়ারের মধ্যগগনে! আমির বললেন, 'এটা কোনো আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত নয়। অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া। দেখুন আমার যে সাহস আছে, সেটা অনেকের নেই। যদি আমি ভুল করে থাকি, সবার সামনে এসে সেটির প্রায়শ্চিত্ত করেছি। ক্ষমা চেয়েছি। বিষয়টা সামলেছি।'

এই বার্সা নিয়েই রোমাঞ্চিত মেসি

পরশু আরও একবার ঘরের মাঠে পয়েন্ট হারিয়েছে বার্সেলোনা। রোনাল্ড কোমানের অধীনে মৌসুমের শুরুটা একদমই ভালো হয়নি বার্সেলোনার। এমনিতেই অনেক ঝড়ঝাপটার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বার্সেলোনার মৌসুম। দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প নেই, শিরোপা জেতার মতো দল নেইএমন অভিযোগে অসন্তুষ্টির কথা জানিয়ে ক্লাব ছাড়তে চেয়েছিলেন লিওনেল মেসি। সে সময়কার ক্লাব সভাপতি জোসেপ মারিয়া বার্তোমেউর জেদের কারণে সেটা আর করা হয়নি মেসির।

ক্লাব ছাড়তে না পারা মেসির মত বদলানোর মতো খেলা এখনো দেখাতে পারেনি বার্সেলোনা। এখনো ছন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে দল। প্রিয় বন্ধু লুইস সুয়ারেজকে বলতে গেলে একপ্রকারে ঘাড় ধরেই বের করে দিয়েছে ক্লাব। আতলেতিকোর জার্সিতে নিয়মিত গোল করে সে সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করছেন সুয়ারেজ। ওদিকে আক্রমণে নির্ভর করতে পারেন এমন এক সঙ্গীর অভাবে ভুগছেন মেসি। এমন অবস্থায় ভালো থাকার কথা নয় তাঁর। তবে মেসির দাবি, বার্সেলোনায় এখন ভালোই আছেন। ক্লাবের ভবিষ্যৎ নিয়ে রোমাঞ্চিত।

স্প্যানিশ টিভির (লা সেক্সটা) কাছে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মেসি। মৌসুমের শুরুর ঝড়ঝাপটা নিয়ে সাংবাদিক জর্দি ভোলের কাছে অনেক কিছুই বলেছেন। বলার মতো অনেক কিছুই ঘটেছে। বার্সেলোনা ছাড়তে চেয়ে বুরোফ্যাক্স পাঠানোর পর অনেক কিছুই হয়েছে। বার্তোমেউ বাই আউট ক্লজের এক পয়সা কমেও যেতে দেবেন না বলে দিয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ মেসি এরপর গোল ডটকমে নিজের থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। তবে সে সিদ্ধান্ত জানানোর সময়েও বার্তোমেউকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

বার্তোমেউ হাল ছাড়েননি। ক্লাবে নিজের প্রভাব ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লুইস সুয়ারেজকে বিদায় দেওয়ার কয়েক দিন পরই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন সাবেক সভাপতি। তাঁর আগে বলেছেন, মেসিকে ধরে রেখেছেন বার্সেলোনার ভালো চান বলেই। ওদিকে ক্লাবের অন্তর্বর্তী সভাপতি তুসকেতস জানিয়েছেন মেসিকে ধরে রাখাটা বার্সেলোনার ভুল সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তের ফলে দেউলিয়া হওয়ার পথে কাতালান ক্লাব! ফলে বলার মতো অনেক প্রসঙ্গই আছে মেসির সামনে। মেসির সাক্ষাৎকারের পুরোটা জানতে অবশ্য অপেক্ষায় থাকতে হবে। আগামী রোববার, ২৭ ডিসেম্বরই সেটা প্রকাশ হবে। আপাতত খণ্ড খণ্ড কিছু অংশ প্রকাশ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, মানুষের আগ্রহ বাড়ানো। সে উদ্দেশ্য সফল বলতেই হচ্ছে। কারণ, আরএসি রেডিওতে প্রকাশিত সে অংশে গ্রীষ্মকালীন দলবদলের ব্যাপারে মুখ খুলেছেন মেসি। ক্লাব ছাড়তে চাওয়ার সে সময়টাকে এককথায় দুঃসহ বলেছেন ক্লাব অধিনায়ক।

'সত্যি বলছি এখন আমি ভালো আছি। গ্রীষ্মে খুব বাজে সময় কাটছিল। যদিও পুরো ব্যাপারটা শুরু হয়েছে এর অনেক আগেই। গ্রীষ্মে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি, মৌসুমের শেষটা, বুরোফ্যাক্স এবং বাকি সবকিছু...এ মৌসুমের শুরুতেও সেটা চলেছে বেশ কয়েক দিন। কিন্তু এখন আমি ভালো আছি।'বার্তোমেউকে চাইলে ধন্যবাদও দিতে পারেন মেসি। গ্রীষ্মে ক্লাব বদলালে হয়তো পেলের এক ক্লাবের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডে নাম লেখানো হতো না তাঁর। গত পরশু ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে কাতালান ক্লাবের হয়ে ৬৪৩ গোল করেছেন মেসি। সান্তোসের হয়ে পেলের রেকর্ডের পাশে বসেছেন। মৌসুমের বাকি সময়টায় সে রেকর্ড নিশ্চিতভাবে একার করে নেবেন মেসি। কোমানের অধীনে তারুণ্যকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতিতে চলছে বার্সেলোনা। ভবিষ্যৎ নিয়ে তাই বেশ আগ্রহী মনে হচ্ছে মেসিকে, 'সামনে যা আছে সবকিছুর জন্য সর্বোচ্চ দিয়ে লড়তে চাই। আমি রোমাঞ্চিত, খুবই উত্তেজিত এ নিয়ে। আমি জানি ক্লাব প্রশাসনিকভাবে, দল নিয়ে খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এটা বার্সেলোনার সবকিছুকেই কঠিন করে তুলেছে, তবু আমি আগ্রহী (শিরোপা জেতার ব্যাপারে)।'জানুয়ারিতে চাইলেই অন্য যেকোনো ক্লাবের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন মেসি। বার্সেলোনার আর্থিক যে অবস্থা, তাতে মেসির বেতন দেওয়ার সামর্থ্য নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেছে। সেখানে মেসির সঙ্গে ক্লাবের নতুন চুক্তির ব্যাপারে সমর্থকেরা সবাই সন্দিহান হয়ে উঠছিলেন। মেসির এই সাক্ষাৎকার হয়তো কাতালানদের মুখে হাসি ফেরাতে পারে। এখন শুধু ২৭ তারিখের অপেক্ষা। সেদিনই তো মেসির কথার বাকিটা জানা যাবে।

কেমন হবে ঢাকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কোয়ারেন্টিন

প্রথমে তিন দলের বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপ। এরপর কয়েক দিন আগে শেষ হওয়া পাঁচ দলের বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ। এসবই ছিল করোনাকালে ঘরের মাঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফেরানোর পরীক্ষা। যেখানে সহজেই উতরে গেছে বিসিবি। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বাংলাদেশে আসার অপেক্ষা। দুই টেস্ট ও তিন ওয়ানডে খেলতে আগামী ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে পা রাখার কথা ক্যারিবীয়দের। বাংলাদেশে এসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে সাত দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। বিসিবির চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী জানিয়েছেন, কোয়ারেন্টিনে থাকা অবস্থায় ক্যারিবীয় ক্রিকেটারদের তিনবার করোনা পরীক্ষা হবে। প্রথম তিন দিন ক্রিকেটাররা হোটেলবন্দী থাকবেন। এরপর করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ হলে নিজেদের মধ্যে অনুশীলনের সুযোগ পাবেন তাঁরা। পুরোদমে অনুশীলন শুরু হবে সাত দিন পর।

বাংলাদেশ দলের প্রস্তুতি শুরু হবে তাঁর আগেই। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান জানিয়েছেন, সিরিজের প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু হবে ৭ জানুয়ারি। বড়দিনের ছুটি কাটিয়ে জাতীয় দলের কোচদেরও এর মধ্যে ঢাকায় ফেরার কথা। আকরাম খান বলছিলেন, 'ছুটি কাটিয়ে কোচরা ফিরবেন।

ক্রিকেটাররাও ছুটি পাচ্ছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই ক্যাম্প শুরু হবে।'প্রস্তুতি ক্যাম্পের দল ঘোষণা হওয়ার কথা জানুয়ারির শুরুতে। ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজের আগে একটি করে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। নির্বাচকদের প্রস্তুতি ম্যাচের দল নিয়েও ভাবতে হচ্ছে।ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জাতীয় দলে বড় কোনো পরিবর্তন বা সংযোজনের সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন। বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপের পারফরম্যান্সও তাতে খুব বেশি ভূমিকা রাখবে না। প্রধান নির্বাচকের কথায় পাওয়া গেল সেই ইঙ্গিতই, 'যেহেতু ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে সিরিজ, এখানে পরীক্ষিত পারফর্মাররাই থাকবে।'বাংলাদেশের সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজে অধিনায়ক ছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে শুধু পেসার হিসেবে মাশরাফির থাকার প্রশ্নে মিনহাজুল বল ঠেললেন টিম ম্যানেজমেন্টের কোর্টে, 'কাল থেকে আমরা বসা শুরু করব। আমরা টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলব।

কোচদের পরিকল্পনা দেখে সেই অনুযায়ী দল করব।'

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় দলের সঙ্গে হাই পারফরম্যান্স দলেরও ব্যস্ততা থাকবে। জানুয়ারির শেষের দিকে আয়ারল্যান্ড 'এ' দলের বাংলাদেশ সফরে আসার কথা। সেই সিরিজ সামনে রেখে জানুয়ারির মাঝামাঝিতে শুরু হবে হাই পারফরম্যান্স দলের ক্যাম্প।

ভারতের গভীর ক্ষত বেরিয়ে পড়েছে

প্রতিপক্ষের মাঠে চার টেস্টের সিরিজ। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে কম রানে গুটিয়ে যাওয়া এবং তাতে আড়াই দিনে হার। পরের তিন টেস্টে আবার পাওয়া যাবে না দলের সেরা ব্যাটসম্যানকে। এমন পরিস্থিতিতে ভারত কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে?রিকি পন্টিংয়ের বিশ্বাস, না, সেই সম্ভাবনা নেই। অ্যাডিলেডে ভারতীয় দলের গভীর ক্ষত খুঁচিয়ে বের করে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া। এই ক্ষত সারিয়ে সিরিজে বাকি তিন টেস্টে বিরাট কোহলিহীন ভারতের ফেরার কোনো সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার ৪-০ ব্যবধানে জয় দেখছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক।অথচ টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে অন্য হিসাব কষেছিলেন পন্টিং। ২-১ ব্যবধানে জয় দেখেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার। কিন্তু অ্যাডিলেডে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ঐতিহাসিক পতনের পর পন্টিং নিজেই নিজের হিসাব পাল্টালেন। ভারতের ৩৬ রানে গুটিয়ে যাওয়াকে মানসিকভাবে ভীষণ পিছিয়ে পড়া হিসেবে দেখছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্যতম সফল এ অধিনায়ক।

অ্যাডিলেড টেস্টে ভারতের পতন ধারাভাষ্য-কক্ষ থেকে দেখেছেন পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, '(ভারতের) গভীর ক্ষত বেরিয়ে পড়েছে। এখন তাই ৪-০ ব্যবধানে জয়ের ভালো সম্ভাবনা আছে। আশা করি মেলবোর্নেও (বক্সিং ডে টেস্ট) পক্ষে ফল আসবে। তেমন হলে ভারতের ঘুরে দাঁড়িয়ে একটি ম্যাচ জেতা ভীষণ কঠিন হবে।'

২৬ ডিসেম্বর থেকে মেলবোর্নে শুরু হবে বক্সিং ডে টেস্ট। এ টেস্ট থেকে অধিনায়ক কোহলিকে পাচ্ছে না ভারত। প্রথম সন্তানের মুখ দেখতে স্ত্রী আনুশকা শর্মার পাশে থাকবেন তিনি। অ্যাডিলেড টেস্ট কোহলিকে নিয়েও অবশ্য সুবিধা করতে পারেনি সফরকারি দল। হাতে ৯ উইকেট ও ৬২ রানের লিড নিয়ে পরের দিন মাত্র ১৬ ওভারের মধ্যে গুটিয়ে যায় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস (৩৬)। এতে জয়ের জন্য মাত্র ৯০ রানের লক্ষ্য উতরে যেতে কোনো সমস্যা হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। মেলবোর্নে ভারতের নেতৃত্ব দেবেন অজিঙ্কা রাহানে। কোহলি না থাকায় অন্তত একটি পরিবর্তন তো করতেই হবে ভারতের দলে। পন্টিং মনে করেন, ভারতকে টপ অর্ডার নিয়ে ভাবতে হবে। বিশেষ করে ওপেনার পৃথ্বী শ কে ভারত মেলবোর্নে খেলাবে কি না, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রথম ইনিংসে ০ ও পরের ইনিংসে ৪ রান করে প্রায় একইভাবে ব্যাট ও প্যাডের ফাঁক গলে বোল্ড হন প্রতিভাবান এ ব্যাটসম্যান। এ ছাড়া উইকেটরক্ষণে ঋদ্ধিমান সাহার পরিবর্তে ঋষভ পন্তকে চান পন্টিং।

আধা ডজন গোলে পুরোনো শত্রুকে আপ্যায়ন ইউনাইটেডের

রক্ষণভাগের ডান প্রান্ত থেকে নিখুঁত একটা লং বল সামনে পাঠালেন ইংলিশ উইঙ্গার জ্যাক হ্যারিসন। বলটা আয়ত্তে এনে টোকা দিয়ে পেছনে থাকা উত্তর আইরিশ লেফটব্যাক স্টুয়ার্ট ডালাসকে পাঠালেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার রাফিনহা। সেখান থেকে দুর্দান্ত প্লেসমেন্টে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়াকে পরাস্ত করলেন ডালাস। দুর্দান্ত ভয়ডরহীন গোল, কোনো সন্দেহ নেই। ম্যাচের ৭৪ মিনিট তখন।

একটা দল যখন এমন নিখুঁত প্রতি---আক্রমণে গোল করার, এমন ভয়ডরহীনভাবে ফুটবল খেলার সাহস পায়, তখন কী মনে হয়? ম্যাচ জেতার তাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে দেখেই তারা এমন চোখজুড়ানো ফুটবল খেলতে পারছে, তাই তো?

ভুল! অন্তত দলটা মার্সেলো বিয়েলসার হলে তো বটেই। ডালাস যখন গোলটা দিলেন, তার আগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গুনে গুনে আধা ডজনবার বল ঢুকিয়েছে লিডসের জালে। ডালাসের গোলটার সময় তাই জেতার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না লিডসের। কিন্তু কপালে হার লেখা আছে বলেই যে গোল করার চিন্তা বাদ দিয়ে হারের ব্যবধান কমানোর চিন্তা করতে হবে, এমনটা যদি কোনো দল ভেবে থাকে, তাহলে সে আর যা—ই হোক, বিয়েলসার দল নয়। সেটাই যেন আবারও দেখা গেল গত রাতে। ম্যাচ হারছে তো কী হয়েছে, গোল করার চেষ্টা করা চাই শতভাগ!

শেষমেশ ৬-২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আধুনিক যুগে অনেক কোচের গুরু হিসেবে মানা হয় মার্সেলোনা বিয়েলসাকে। এবার বিশ্বের সেরা কোচের তালিকায় তৃতীয় স্থানে ছিলেন এই আর্জেন্টাইন। ওদিকে ম্যানেজার হিসেবে ওলে গুনার সুলশারের তেমন পসার বা খ্যাতি নেই। সেই সুলশারই বিয়েলসার ক্যারিয়ারের অন্যতম বিব্রতকর দিনটা 'উপহার' দিলেন। ইংলিশ ফুটবলের ইতিহাসে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আর লিডস ইউনাইটেডের 'শত্রুতা' নতুন নয়। মাঝের ১৬ বছর লিডস প্রিমিয়ার লিগে ছিল না দেখে দর্শকেরা এই রোমাঞ্চকর দ্বৈরথের স্বাদ পাননি। ১৬ বছর পর লিডস যখন আবার ইউনাইটেডের মাঠে খেলতে এল, দুর্দান্ত এক ম্যাচের অপেক্ষা করছিলেন সবাই। সুলশার কাউকে খালি হাতে ফেরাননি। তিনি বেশ ভালোভাবেই জানতেন, সারাক্ষণ আক্রমণের চিন্তা করা বিয়েলসা রক্ষণের দিকে তেমন মনোযোগ দেবেন না কখনোই। সেটাকেই পাখির চোখ করেছিলেন এই নরওয়েজিয়ান ম্যানেজার। সুলশারের গুরু স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন স্ট্যান্ডে বসে ছিলেন প্রিয় শিষ্য লিডসকে পেয়ে কী করেন সেটা দেখার জন্য। গুরুকে হতাশ করেননি সুলশার। জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমাকে নিয়ে আলোচনা হোক বা না হোক আমিও পারি।'

প্রতিপক্ষ দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে আলাদা আলাদাভাবে 'মার্ক' করে পরে আক্রমণে যাওয়ার ব্যাপারে সুখ্যাতি আছে বিয়েলসা। আর সেটা করতে গিয়েই মাঝেমধ্যে নিজেদের রক্ষণে চিচিং ফাঁক অবস্থার সৃষ্টি হয়। গত রাতের কথাই ধরুন, এ কাজ করতে গিয়ে মাঝমাঠ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। জায়গা পেয়ে প্রথম তিন মিনিটের মধ্যেই দুই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের স্কটিশ মিডফিল্ডার স্কট ম্যাকটমিনে। প্রথমে ব্রুনো ফার্নান্দেস, পরে মার্কাস রাশফোর্ডদুজনই লিডসের রক্ষণভাগের ফাঁকের সুযোগ নিয়ে বল বাড়িয়ে দেন এগিয়ে আসা ম্যাকটমিনের দিকে।

সন্ধান চাই

Ref :- West Agartala PS G.D. Entry No.32 dt-18/12/2020

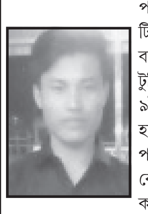

পাশের ছবিটি মিঃ হেন্ড্রী আজিম, পিতা - মিঃ পত্রিক আজিম, সাং- নেপাল টিলা, কাঠাল ছড়া, থানা - নেপাল টিলা, জেলা - ধলাই ত্রিপুরা, বয়স - ২৫ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, চুল - কালো, চোখ - কালো, পরনে - কালো টুপি দেওয়া জ্যাকেট। গত ১৫/১২/২০২০ ইংরেজি তারিখ আনুমানিক সকাল ৯টা ৫৩ মিনিট সময়ে কাউকে কোন কিছু না বলে প্রান্তিক হোটেল থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত হোটেলে ফিরে আসেনি। বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পশ্চিম থানা - ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫

ICA-D-1112/20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
NO.:-14/EE(Agri)/N/2020-21.

Sl.No.	e-DNIT No. of the Work	Estimated Cost
01.	16/EE/AGRI/NORTH/ 2020-21	Rs.6,03,947/-

Last date & time for document downloading and bidding upto 15.00 Hrs on 29-12-2020 and time and date of opening of Bid at 15.30 Hrs on 29-12-2020 (if possible).

Notes:- For more details kindly visit: tripuratenders.gov.in

For on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Department of Agriculture
Dharmanagar,North Tripura.

ICA/C-2507/2020-21

MEMORANDUM

The date for Notice Inviting Quotation (NIQ) form authorised dealer/Multipurpose Co-operative Society/ authorised suppliers/ Central Govt. & other state Govt. agencies, for providing Fishery Kits for the Community Service Provider (CSPs) vide No.F.2(16)/RD/TRLM/SDS/2018/5210-16 dated 05/12/2020 has been extended for 10 (ten) more days i.e. 19/12/2020 to 28/12/2020 upto 3 P.M for submission of NIQ under TripByra -v Rural Livelihood Mission (TRLM). The bidders can check the detailed NIQ by visiting website of Tripura Rural Livelihood Mission (www.trlm.tripura.gov.in), Tripura State Portal (www.tripura.gov.in) and Rural Development Department (www.rural.tripura.gov.in).
All other terms and conditions of NIQ are remaining same.

(R. Das, TCS)
Addl. Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

ICA/C-2512/2020-21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন কুকিছড়া ত্রিপুরা বস্তি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ১৮ ডিসেম্বর এক গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস এবং স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১৬ জন চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিও এবং আশাকর্মীগণ। শিবিরে ম্যালেরিয়া ও কোভিড - ১৯ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মুইচিগবাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলার আমপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন রসরাজনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে মুইচিগবাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ১৮ ডিসেম্বর এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে এলাকার ৩৩ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় ও প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে স্বাস্থ্যকর্মীগণ রোগ প্রতিরোধমূলক পরামর্শ প্রদান করেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পণ্য ও পরিষেবা কর নিয়ে ওয়েবিনার প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। পণ্য ও পরিষেবা করের ৭টি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজ থেকে ওয়েবিনার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। চিফ কমিশনার অফ স্টেট টে'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রথম দিন জি এস টি রেজিস্ট্রেশনের উপর আলোচনা করা হয়। ২২ ডিসেম্বর জি এস টি রিফাণ্ড, ২৩ ডিসেম্বর টি ডি এস আণ্ডার জি এস টি, ২৪ ডিসেম্বর জি এস টি রিটার্ন, ২৮ ডিসেম্বর ইনপুট টে' ক্রেডিট অন জি এস টি, ২৯ ডিসেম্বর কম্পোজিশন স্কীম অন জি এস টি এবং ৩০ ডিসেম্বর অডিট অ্যাসেসমেন্ট প্রভ'তি বিষয়গুলি নিয়ে ওয়েবিনারে আলোচনা করা হবে। প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে এই প্রশিক্ষণগুলি শুরু হবে। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ওয়েবিনারের লিংকটি হল meet.google.com/aby-wyfj-fxw । চিফ কমিশনার অব স্টেট টে' এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

চেরমা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে যক্ষা রোগ বিষয়ক সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলার হেমন্ত দেববর্মা মতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উত্তর সিঁঙ্গিছড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকার চেরমা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ১৯ ডিসেম্বর যক্ষা রোগ বিষয়ক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে যক্ষা রোগের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ, প্রতিরোধ করার উপায়, প্রতিদিন ডট্ পদ্ধতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা, চিকিৎসা চলাকালীণ পৌষ্টিক খাবার গ্রহণের জন্য রোগীদের আর্থিক অনুদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি এই সংক্রামক রোগের ঝঁকিপূর্ণ দিকগুলি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। শিবিরে বিদালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশু শুক্ল দাস সভাপতিত্ব করেন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

শ্যামসুন্দর কোং আয়োজিত মেগা ড্র-তে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয় সোমবার। ছবি-নিজস্ব।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি রাজ্যের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে ঃ প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। কমলপুরের নোয়াগাঁও-এ প্রাণী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের আজ দ্বারোদঘাটন করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। অনুষ্ঠানে সংকর প্রজাতির উন্নত গাভী ও বাছুরের প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দ্বারোদঘাটন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, জনগণের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও রোজগার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কাজ করছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিটি প্রকল্প ও যোজনা রাজ্যের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। এই সকল প্রকল্পের সুবিধা সমাজের অন্তিম মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকশ মন্ত্রী সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করে স্বনির্ভর হতে এবং রাজ্যকেও আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডিম উৎপাদন হচ্ছে। তারপরেও আরও ১৪ কোটি ডিমের ঘাটতি থাকছে। সেই ঘাটতি পূরণে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর হাঁস ও মোরগ পালনে সহায়তা দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও সম্পর্কে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, পূর্বে রাজ্যের শুধু দক্ষিণ জেলায় এই প্রকল্প চালু থাকলেও বর্তমানে আটটি জেলায় রাজ্য সরকারের ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মেয়েরা যাতে সমাজে আর পিছিয়ে না থাকে এই জন্য সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, জনগণের জীবনমান উন্নয়নে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। এইজন্য রাজ্যকে উত্তর পূর্বা'লের লজিস্টিক হাব বানানোর উদ্যোগ নিয়ে কাজ চলছে। জলপথে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, রেশনিং ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ, সহকারি সভাধিপতি অনাদি সরকার, দুর্গা চৌমুহনী প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ডা. কে শশিকুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নোয়াগাঁও প'ায়েতের প্রধান পবিত্র দাস। স্বাগত বক্তব্যে দপ্তরের ধলাই জেলা কার্যালয়ের উপঅধিকর্তা ডা. বিধুভূষণ দাস জানান, প্রাণী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা।

চা বাগান এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে গুরুত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে মা ও শিশুর যত্নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গেছে। মায়ের মৃত্যুর হার এক লক্ষ গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়ে ৮৭ তে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এর একটি অন্যতম কারণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। এই ক্ষেত্রে ত'ণমূল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীদের ক'তিত্ব উল্লেখ করার মতো। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি এই আশাকর্মীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের-ই ফসল রাজ্যে মায়ের মৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়া। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাড়িতে প্রসবেরও কিছু ঘটনা ঘটে, যেটা ইদানিং কালে হয়েছে মূর্তীছড়া চা বাগান এলাকায়। সরকার প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ১০০ শতাংশ সুনিশ্চিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে।

ঊনকোটি জেলার সীমান্ত সংলগ প্রত্যন্ত চা বাগান বেষ্টিত গ্রাম হচ্ছে মূর্তিছড়া চা বাগান। সেই প্রত্যন্ত অ'লে গত নভেম্বর মাসে এক জননীর বাড়িতে প্রসব হয়। এই বিষয়টি জানার পর ঊনকোটির আশা নোডাল অফিসার ডাঃ অয়ন রায়, আশা কর্মী সুমি গোয়ালা এবং আশা ফেসিলিটেটর বেলা নাথ সেই বাড়িতে ১৯ ডিসেম্বর ছুটে যান। সেখানে শিশুর ওজন নেওয়া, টিকাকরণের গুরুত্ব নিয়ে পরামর্শ দান করেন এবং পরিবার পরিকল্পনার বিষয় নিয়েও শিশুর মা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

রাংরুং চাবাগানে যক্ষা বিষয়ক সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলাতে যক্ষা রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে রাংরুং চাবাগান এলাকায় নিশির'ন নন্দিতা মেমোরিয়াল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে ১৯ ডিসেম্বর জেলা যক্ষা কেন্দ্র থেকে একটি যক্ষা বিষয়ক সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে যক্ষা রোগ সম্বন্ধে এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে দপ্তরের পক্ষ থেকে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যকর্মীগণ, যক্ষা রোগ প্রকল্পের কর্মীগণ সহ এম পি ডব্লিউ এই রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই রোগের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী সমস্ত সুযোগ সুবিধা সহ রোগের উপসর্গ দেখামাত্র নিকটবর্তী চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের আবেদন জানান। পাশাপাশি উক্ত এলাকায় যক্ষা রোগীদের চিকিৎসা চলাকালীন পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের জন্য নিক্ষয় পোষণ যোজনার আওতায় রোগীর ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি ৫০০টাকা মাসিক হারে দেওয়া হচ্ছে, সেবিষয়েও আলোকপাত করেন। রোগীদের নিকটবর্তী সরকারী হাসপাতালে কফ পরীক্ষা সহ অন্যান্য শারীরিক উপসর্গ যেমন গায়ে গায়ে জর, খুসখুসে কাশি, বুকে ব্যথা অনুভব থাকলে এ'-রে ও রক্তপরীক্ষা ইত্যাদি করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য ঊনকোটি জেলাতে টিবি রোগের চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যবস্থা সম্পর্ণ বিনামূল্যে রয়েছে। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন রাংরুং গ্রামপ'ায়েত প্রধান সুরোবানী ওরাং। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

আশাকর্মীদের নিয়ে তিনদিনের অসংক্রামক রোগের উপর প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গত ১৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর আশাকর্মীদের নিয়ে তিনদিনের অসংক্রামক রোগের উপর প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ভারত সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবর্ষে পশ্চিম, ঊনকোটি, দক্ষিণ ও ধলাই জেলা সহ সিপাহীজলা এবং খোয়াই জেলাকেও ইউনিভার্সেল পপুলেশন বেইসড র্সিনিং এর আওতায় আনা হয়। এই প্রকল্পের সবকয়টি জেলায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচির বিষয়ে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করার সময় স্বাস্থ্যকর্মী বা আশাকর্মীরা সি বি এ সি ফর্ম ফিল আপ করেন। এই বিষয়ে উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারীরা উৎসাহের সঙ্গে এই ফর্মটি কিভাবে তথ্যসহকারে পূর্ণ করবেন সে সমস্ত বিষয়গুলি জেনে নেন। তাছাড়া বাড়ি পরিদর্শন করার সময় কিভাবে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কুষ্ঠরোগ, যক্ষা ইত্যাদি রোগ কিভাবে প্রাথমিকস্তরে পরীক্ষিত হয় তা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরাতে যেহেতু অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি তাই ফ্রন্টলাইন কর্মীদের জন্য এ ধরনের উদ্যোগ সহায়ক হবে। বাড়ি বাড়ি আশাকর্মীদের দ্বারা এই ফর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাধীন জনসংখ্যার আনুমানিক বিভিন্ন রোগের পরিসংখ্যান রাখা এবং আগামীদিনে সেই মোতাবেক স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা। প্রশিক্ষণ শিবিরে স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ সুপ্রিয় মল্লিক, সিপাহীজলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ র'ন বিশ্বাস সহ অন্যান্য মেডিক্যাল অফিসার এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ধলাই জেলার লাম্বছড়ায় স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার লাম্বছড়ায় ১৮ ডিসেম্বর এক স্বাস্থ্য শিবির ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসুচি অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট ১৩ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে স্বাস্থকর্মীগণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৩শে ই-সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। আগামী ২৩ ডিসেম্বর ত্রিপুরা হাইকোর্ট চত্বরে ই-সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শারদ অরবিন্দ বোবদে। অনুষ্ঠান শুরু হবে দুপুর একটা পঁচিশ মিনিটে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরার বিচারপতি অখিল কুরেশি, হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরার কম্পিউটার কমিটির চেয়ারপার্সন বিচারপতি এস তলাপাত্র এবং ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি এস জি চ-োপাধ্যায়। ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল এই সংবাদ জানিয়েছেন।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস পালিত বিভিন্ন জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। মাতৃ ত্বকালীন মৃত্যর হার এবং শিশু মৃত্যর হার কমানো সহ জনসংখ্যার হার রোধ ও নারী ও পুরুষের হারে স্থিতিশীলতা আনার উদ্দেশ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন। এই উদ্দেশ্যেই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে হাতের মুঠোয় এনে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যজড়েই চলছে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস। এই কর্মসূচিতে মায়েদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্ত তথ্য যেমন দেওয়া হয়ে থাকে, তেমনি সচেতনতামূলক আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাট সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে কুকিছড়া ত্রিপুরা বস্তিতে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস এবং স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হয়। তাছাড়া সিপাহীজলা জেলার নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও এলাকার মহিলাদের নিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস পালিত হয়। কর্মসূচি দুটিতেই টীকাকরণ, অ্যানিমিয়া মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার উদ্দেশ্য, ম্যালেরিরা রুখতে কি কি করণীয়, কোভিড -১৯ এর সতর্কতা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

চণ্ডীদাস পাড়ায় স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। পূর্ব পোতাছড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন চণ্ডীদাস পাড়ায় ১৯ ডিসেম্বর এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে স্বাস্থ্যকর্মীগণ ডায়েরিয়া, ম্যালেরিয়া ও যক্ষা রোগ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা করেন। শিবিরে ২১

ছয়ের পাতায় দেখুন

শহিদ স্মরণ সমাবেশে বামেদের নিশানা বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখে ভারতীয় জনতা পার্টি আয়োজিত শহিদ স্মরণ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সমাবেশে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র দিশায় আজকে ত্রিপুরায় সরকার চলছে। একদিকে যেমন মোদীজির নেতৃত্বে সমগ্র দেশে বিকাশের পথ প্রশস্ত হচ্ছে অন্যদিকে তাঁর বিচারধারার সরকার ত্রিপুরাকেও বিকাশের পথে পরিচালিত করছে।

তাঁর দাবি, দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির মতো ত্রিপুরায়ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি জনতার বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, ঋষ্যমুখে (বিলোনিয়া) আয়োজিত শহিদ স্মরণ সমারোহে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি জনতার উৎসাহ দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তাঁর আশ্বাস, অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নের আলো পৌঁছনোর জন্য আমাদের সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এদিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর সাহসী সিদ্ধান্তের বিস্তারিত তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, তিন তালাক প্রথা ছিল সংখ্যালঘু মা-বোনেদের কাছে অভিশাপ। প্রধানমন্ত্রী মোদী সেই অভিশাপ থেকে তাঁদের মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর দাবি, মহিলাদের অধিকার সুনিশ্চিত যদি কেউ করে তা-হলে তা নরেন্দ্র মোদীর সরকার করেছে, ভারতীয় জনতা পার্টি করেছে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়ার জন্য বামেদের তুলোধুনো করেছেন। তিনি বলেন, যখন জন-ধন অ্যাকাউন্টের সূচনা হল, তখন এখানে কমিউনিস্টরা অপপ্রচার করেছিল। তারা চায়নি দিল্লি থেকে সরাসরি সাধারণ মানুষের অ্যাকাউন্টে টাকা আসুক। কারণ তাতে কমিউনিস্টদের রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিল। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, অ্যাকাউন্ট না থাকলে সরকারি প্রকল্পে অর্থ পাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার হুমকিতে হুঁশ ফিরেছিল পূর্বতন সরকারের। আজ প্রত্যেক মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সুনিশ্চিত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বামেদের নিশানা করে আরও বলেন, কৃষক সম্মাননিধি প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরার হাজার হাজার কৃষকের অ্যাকাউন্টে বছরে ছয় হাজার টাকা করে পৌঁছে যাচ্ছে। আগের সরকার চায়নি কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হোক। কারণ কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হলে তাদের আন্দোলনের লাইন ছোট হয়ে যেত। বিজেপি সরকার আসার পরই রাজ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) লাগু হয়েছে।

তিনি দাবি করেন, আজ গোটা দক্ষিণ জেলায় উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। লজিস্টিক হাব, ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট, এসইজেড গড়ে উঠছে। এখানে দু'হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হবে। প্রায় দু'লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান গড়ে উঠবে।

তাঁর কথায়, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড তৈরি করে। কিন্তু ত্রিপুরায় দীর্ঘ সময় ধরে কমিউনিস্টদের শাসনে তারা কমিউনিস্ট মেরুদণ্ড তৈরি করতে চেয়েছিল। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পিছিয়ে রেখেছিল। আজকে সেই পরিস্থিতি নেই। নতুন ত্রিপুরা, সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার দিকে এগোচ্ছি আমরা।

ডিএম কোর্টের আদেশ মূলে ক্ষতিপূরণ না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। বাম জমানায় জোত জমি খাস বলে আখ্যা দিয়ে পাকা বাড়ির সিড়ি কোঠা ভেঙে দেওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি মামলায় জয়ী হওয়ার পরও প্রশাসন রায়ের উপর আমল না করায় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি।

সংবাদে প্রকাশ আগরতলার কুঞ্জবন এলাকার বাসিন্দা সুনিল চন্দ্র দেবনাথের বাড়ির সিড়ি কোঠা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল খাস জমি বলে। এই ব্যাপারে তিনি জেলা শাসকের কোর্টে সুবিচারের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। মামলার শোনানিতে জেলা শাসক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু, সেই রায় মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তাই, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে গোটা বিষয়টি জানিয়ে তিনি তাঁর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন।

সোমবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আত্মসর্মপনকারী জঙ্গিদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি ঘুরে দেখেন।

বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত শারদীয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। আজ উত্তরের বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো শারদীয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা বিনিময় সভা।বাগবাসার শনিছড়া এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় এই শুভেচ্ছা বিনিময় সভা।প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী তথা ওবিসি মোর্চার প্রদেশ সম্পাদক প্রদীপ নাথ মহোদয়।তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন, বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে বুথ সভাপতি,পৃষ্ঠা প্রমুখ ও দলীয় কার্যকর্তাগন। শারদীয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা বিনিময়সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথি প্রদীপ নাথ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন।প্রধান অতিথি আরো বলেন, করোনা অতিমারীর ফলে দীর্ঘ ৭ মাস দলীয় কর্মযজ্ঞ থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দূরে থেকে ছিলেন। বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়াতেই কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছেন বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় কর্মকর্তাগণ। আজকের শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় বিজেপি দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো আজকের শারদীয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় মন্ডলস্তরিয় কোন কার্যকর্তাদের দেখা যায়নি। সূত্রের খবর কিছুদিন পূর্বে বাগবাসা মন্ডল নানা অনিয়ম ও দূর্নীতির কারনে মন্ডলের সাধারণ সম্পাদকে বহিষ্কার করেছে। সুতরাং বাগবাসা মন্ডলের কার্যকলাপে বিজেপি দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে মন্ডলের ভাবমূর্তি নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তবে কান পাতলেই বাগবাসা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি থেকে শুরু করে জেলা স্তরের বিজেপি দলের এক নেতা নানা দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে উঠে আসে। আর আজকের শারদীয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় মন্ডল স্তরিয় কোন কার্যকর্তাকে দেখা না যাওয়াতে স্বাভাবিকভাবে জনগণের অভিযোগ ও প্রত্যাখ্যানের বিষয়টুকু আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং প্রাথমিকভাবে বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের স্থানীয় জনগণ বাগবাসা মন্ডলের কার্যকলাপে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তা এক প্রকার খুল্লাম খুল্লা আজকের শুভেচ্ছা বিনিময় সভা থেকে।

বাড়ি বাড়ি নবজাতকের পরিচর্যা এবং আশাকর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। শিশু মৃত্যর হার কমাতে বাড়ি বাড়ি নবজাতকের পরিচর্যা বা এইচ বি এন সি কর্মসূচি রাজ্য জড়ে চালু রয়েছে। এই কর্মসূচিতে আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুর পরিচর্যা কিভাবে করবে সেগুলো মা-কে এবং পরিবারের সকলকে বুঝানোর পাশাপাশি প্রবল ঝঁকি সম্পন্ন নবজাত সনাক্তকরনের কাজও করে থাকেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম পানিসাগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংলগ এলাকায়ও ১৮ডিসেম্বর এইচ বি এন সি কর্মসূচীর অধীনে নবজাত শিশুর পরিচর্যা করা হয়।

অন্যদিকে শিশু মৃত্যর হার কমানো এবং অল্প বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার কমানোর উদ্দেশ্যে চালু রয়েছে হোম বেইসড কেয়ার পরিষেবা বা হোম বেসড কেয়ার ফর ইয়ং চাইল্ড (এইচ বি ওয়াই সি)। এই মর্মে ধলাই জেলায় আশাকর্মীদের নিয়ে গত ১৪ থেকে ১৮ ডিসেম্বর ৫ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের পরিচর্যা করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালী সহ অন্যান্য মহকুমাতেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তামাক নিয়ন্ত্রনমূলক সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা তামাক নিয়ন্ত্রন প্রকল্প শাখার উদ্যোগে নিয়মিত জেলাভিত্তিক তামাক নিয়ন্ত্রন কর্মসূচি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের তামাক ব্যবহারকারীদের তামাকের কুফল ও হানিকারক দিকগুলি সর্ম্পকে অবহিত করার জন্য ত'নমূলস্তরে ক্রমাগত গোষ্ঠীগত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই কর্মসূচিতে গত ১৮ ডিসেম্বর পশ্চিম জেলার আগরতলা শহরের বনকুমারী বাজারে বাজার কমিটির সদস্যদের নিয়ে এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম জেলার অর্ন্তগত পূর্ব যোগেন্দ্রনগর ইউ. পি.এইচ. সির অধীনে যোগেন্দ্রনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এই সভা আয়োজিত হয়। সভায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করেন বাজার কমিটির সদস্যগণ, তামাকজাতীয় দ্রব্য বিক্রেতা সহ দপ্তরের পক্ষে এম.ও.আই.সি ডা. বি কে সেন, আশাকর্মী, এ. এন.এম, অমিতাভ রুদ্রপাল, ডি.ই.ও (তামাক নিয়ন্ত্রন প্রকল্প) সহ এলাকার ৩৬ জন এলাকাবাসী। উল্লেখ্য তামাক কিংবা নেশাজাতীয় দ্রব্য বিক্রী করা, বন্ধ ও স্বাস্থ্য হানিকর, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করার পাশাপাশি সমাজ থেকে নেশা মুক্ত করাই এধরণের অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।